SEPTEMBER 2019 | VOLUME 18 | ISSUE 03

iNSIGHT

The Banker
Bank of the Year 2018
Bangladesh

Customer Service *Excellence*

EVERY GREAT BUSINESS IS BUILT ON FRIENDSHIP

DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING

www.dhakabankltd.com

Contents

Page

গ্রাহক সেবায় সৃজনশীলতা	01-02
Monetary Policy Statement Fiscal Year 2019-20	03-06
Impediments to SME Financing in Bangladesh	06-07
Highlights from the Quarter	08-10
Industry Update	11
ব্যাংকের ঝুঁকি ও পুঁজি ব্যবস্থাপনা	12-13
Bangladesh Economy	14
Banking Industry	15
Key Appointments	16
New Executive Joining and New Assignment	17
DBL Corner	18
ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়	19-20
Events	21-25
Travelogue হিমালয়ের ওপারের গ্রাম	26-27
Poem ঋণ কাহিনী	28

Editorial

While we present the third Issue of Insight this year, we think about our connection mainly with Colleagues at Dhaka Bank; and Readers everywhere. We try to feel the impact we can make with this connection. Our effort is for ensuring Readers' exposure to a Body of Knowledge, that we humbly form -- bit by bit.

From R&D Unit, we share Important Business News Extracts on all workdays; Weekly RETROSPECT [fondly nick-named 'RETRO'] – a little Digital Journal touching array of areas like Money-, Capital- & Commodity Market, Local & Global Economic Indices, Banking News, Week in History etc.; and this Insight – the Flagship Quarterly Publication of ours.

As eyes of the world are on us, digitally, we should care to present ourselves in the best way. Our Colleagues come with well thought Articles and other Write ups that help cohorts enrich and sharpen themselves, prepare them to serve both Organisation and Customers better; and to build a better image for our Bank – DBL.

EDITORIAL BOARD

Advisory Committee

Syed Mahbubur Rahman
Managing Director & CEO

Emranul Huq
Additional Managing Director

Arham Masudul Huq
CEO, Dhaka Bank Foundation

Salahud Din Ahmed
Senior VP & Head, R&DU

Khandaker Anwar Ehtesham
First VP, Communications & Branding Division

Editor

Salahud Din Ahmed
Senior VP & Head, R&DU

Subeditor

Farzana Afroz
PO, R&DU

Support

Communications & Branding Division
Human Resources Division

Published by
Research & Development Unit
SEL Trident Tower [Level 14]
57 Purana Paltan Lane
VIP Road, Dhaka 1000
Email: rnd@dhakabank.com.bd

Design
Disrupt Technologies Limited

Disclaimer & Notice

'INSIGHT' is a Quarterly Periodical of Dhaka Bank Limited. The content of this Publication has been collected through various sources of public information that are believed to be reliable while every effort has been made to ensure that information is correct at the time of going to print. Dhaka Bank Limited cannot be held responsible for the outcome of any action or decision based on the information contained in this Publication. The Publishers or Authors do not give any warranty for the completeness or accuracy for this Publication's content, explanation or opinion. However, reporting inaccuracies can occur; consequently readers using this information do so at their own risk.

No part of this Publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form without prior written permission of Dhaka Bank Limited.

This limited Publication is distributed to only selected Customers, Stakeholders and Employees of Dhaka Bank Limited; and not for sale or distribution to the general public.

Dhaka Bank reserves the right to revise and amend this Disclaimer & Notice from time to time.

গ্রাহক সেবায় সৃজনশীলতা

ইশতিয়াক আহমেদ
এমটিও, ফরেন এক্সচেঞ্জ শাখা

সালাহউদ্ দীন আহমেদ
এসভিপি অ্যান্ড হেড
আরঅ্যান্ডডি ইউনিট

কেজি ওয়ানের ছাত্রী রাইদা রায়হান স্কুলশেষে বাড়ি যাওয়ার জন্যে ওর মায়ের সাথে গাড়িতে ওঠে প্রতিদিনকার মত। এমন সময় রাইদার মা তাকে জানালেন -- বাড়ি যাবার পথে ব্যাংকে ওঁর কিছু কাজ আছে, শেষ হতে হতে আধঘণ্টার মত লেগে যাবে। সাধারণত অন্য শিশুদের মতই রাইদারও ব্যাংকের পরিবেশ খুব একটা আকর্ষণীয় লাগেনি কখনোই। ক্যাশ কাউন্টারের লম্বা লাইন, বড়দের সবার মুখের গুরুগম্ভীর ভাব -- এসব, আর আশপাশে খেলাধুলোর কোনও জায়গা না থাকায় ব্যাংকে রাইদার ঠিক ইচ্ছে করত না যেতে। রাইদার মা মোমেনিনা [বিনতে মাকসুদ]-ও এই ব্যাপারে খানিক অস্বস্তিতে ছিলেন, কেননা ব্যাংকে ওনার প্রায়ই কাজ থাকে। আর ওখানে আসার সময় সাধারণত মেয়েকে নিয়েই আসেন, মানে আসতে হয়। ব্যাংকে কাজের সময়টুকু মেয়েটা কী করবে না করবে, এসব ভাবতে ভাবতে সেদিন মতিঝিলে ঢাকা ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ শাখার ভেতরে গিয়ে উনি সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন।

দেখলেন, ক্যাশ কাউন্টারের পাশেই খোলামেলা একটা স্পেইসে ইজেল-ক্যানভাস সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে। রাইদাকে দেখেই স্মিতমুখ, স্নেহশীল এক অফিসার ওর কাছে জানতে চাইলেন, ও ছবি আঁকতে চায় কীনা। রাইদা বেশ খুশিমনে মাথা ঝাঁকায়। তখন ওর সামনে নিয়ে আসা হয় হরেক রঙের ক্রেয়ন আর রং-পেন্সিল। কেজি ওয়ানের ছাত্রী রাইদার খুশি তখন দেখে কে! রং-পেন্সিল নিয়ে সামনের ক্যানভাসটাকে নানান রঙে রাঙানোতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ও।

এদিকে ক'দিন পরই আবার ওর জন্মদিন, তাই ক্যানভাসে অল্পকিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে ওঠে বড়োসড়ো [সুস্বাদু!] এক জন্মদিনের কেইক, আর পাশেই রঙিন-কাগজে-মোড়া গিফট -- এইরকম একটা আনন্দ-মাখা ছবি! রাইদার মা মেয়েকে নিয়ে ব্যাংকে এসে আর কখনই এতটা নির্ভার বোধ করেননি। রাইদা ছবি আঁকায় ব্যস্ত, আর ততক্ষণে তিনিও তাঁর কাজ সেরে ফেলায় মন দিলেন। মোমেনিনা নিজেই এব্যাপারে তাঁর অনুভূতি জানালেন, "এর আগে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে অনেকগুলো ব্যাংকের শাখায় গিয়েছি। কিন্তু ব্যাংক বা অফিসের পরিবেশে বাচ্চারা তেমন স্বচ্ছন্দ নয়। ফলে পাঁচ/সাত মিনিট পেরুলেই রাইদা নিজেও বিরক্ত হয়ে যেত, আর আমাকেও বিরক্ত করা শুরু করতো। সেদিন কিন্তু রাইদা একবারের জন্যেও বিরক্ত করেনি। আমিও খুব নিশ্চিন্তেই নিজের কাজটা শেষ করতে পেরেছিলাম।" ব্যাংকের ব্যস্ত ওয়ার্কস্পেইসের ভেতর শিশুদের জন্যে এমন একটা 'আর্ট-কর্নার' করার ধারণা ফরেন এক্সচেঞ্জ শাখার ম্যানেজার ফখরুল আবেদীনের। ব্যাংকে বিভিন্ন কাজে অনেকেই সাথে করে বাচ্চাদের নিয়ে আসেন। প্রায় সব কাজই যে তাৎক্ষণিকভাবে হয়ে যায় তা নয়, বরং প্রায়ই অল্পবিস্তর সময় লেগে যায়। এই সময়টুকুতে শিশুদের একেবারেই কিছু করার থাকেনা বলে তাদের অনেকের মধ্যে ছোটবেলা থেকে 'ব্যাংক' প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে একটা বিরূপ আর নেতিবাচক ধারণা জন্মায়। 'ব্যাংক' মানেই 'বোরিং' -- এমন একটা ধারণা নিয়েই তারা বড় হয়। শিশুদের এই ধারণা পাল্টে দিতেই আবেদীনের এই আর্ট-কর্নার স্থাপনের প্রয়াস। যে সময়টা তারা বাবা-মায়ের সাথে ব্যাংকে এসে অলস-অপেক্ষায় কাটাত, তার পুরোটা জুড়েই ওখানে এবার তারা ইচ্ছেমত ছবি আঁকার সুযোগ পেল। এতে করে যেমন অভিভাবকেরা নিশ্চিন্ত মনে ব্যাংকে তাঁদের ব্যাংকের কাজ কার্যক্রম সেরে ফেলার সুযোগ পেলেন, ঠিক তেমনি শিশুদের সৃজনশীলতা চর্চার একটা ভাল ক্ষেত্র তৈরি হল।

ধীরে ধীরে জমা হতে থাকল শিশুদের আঁকা একের পর এক চিত্রকর্ম। মনের মাধুরী মিশিয়ে তাদের কেউ আঁকলো জন্মদিনের কেক, কেউ আঁকলো গ্রামের দৃশ্য আবার কেউ হাল আমলের সবচেয়ে বড় আতঙ্ক -- এডিস মশা! মোট কথা সাম্প্রতিক দুনিয়ার হাল-হকিকত সব ধরা পড়তে শুরু করল আর্ট-কর্নারের ক্যানভাসগুলোতে, তাও আবার সবচেয়ে মনোযোগী পর্যবেক্ষক যে শিশু, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। এযাবৎ শিশুদের কাছে 'ব্যাংক' ছিল 'বোরিং', হঠাৎ করেই যেন সেই ধারণা বদলাতে শুরু করেছে। তারা ব্যাংক ছেড়ে যাবার সময় অভিভাবকদের কাছে আবদার করছে, আবার এখানে নিয়ে আসার জন্যে। আর এখানেই এই আর্ট-কর্নার এর সার্থকতা -- যান্ত্রিক কর্পোরেট পরিবেশে যেন একরাশ প্রাণের সঞ্চার করেছে ঢাকা ব্যাংক ফরেন এক্সচেঞ্জ শাখার এই আর্ট কর্নার। ফখরুল আবেদীন অবশ্য এখানেই থেমে যেতে চাননা, স্বপ্ন দেখেন তাঁর শাখার আর্ট-কর্নার-এর সবগুলো ছবি নিয়ে একদিন বড় পরিসরে এক চিত্রপ্রদর্শনী করবেন। স্পষ্ট করে সবাইকে দেখিয়ে দিতে চান তিনি -- কর্পোরেট কেবল একঘেয়ে বাক্সবন্দী যান্ত্রিকতা নয়, বরং সৃজনশীলতার আঁতুরঘরও বটে।

আপাতদৃষ্টিতে আর্ট-কর্নারের এই উদ্যোগকে শিশুদের মনে ব্যাংক সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবমূর্তি সৃষ্টির একটা বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বৃহত্তর প্রেক্ষিতে রেখে দেখলে -- এই উদ্যোগ আসলে উৎকৃষ্টতর গ্রাহক সেবা [Superior Customer Service] নিশ্চিত করার জন্যে এক সমন্বিত প্রয়াসের অংশবিশেষ। ডিজিটাল ব্যাংকিং আর স্মার্টফোনের এই যুগে ব্যাংকিং সেবা এখন গ্রাহকদের হাতের মুঠোয়। চাইলেই তাঁরা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স জানা, অ্যাকাউন্ট-টু-অ্যাকাউন্ট টাকা ট্রান্সফার, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে বিকাশে টাকা ট্রান্সফার, মোবাইল ব্যালেন্স রিচার্জ -- সবকিছু করতে পারেন।

গ্রাহকদের সশরীরে ব্যাংকে আসার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন কমে যাচ্ছে। অনেকে তো এমন ধারণাও করছেন, যে আজ হতে একযুগ পরে শাখা-ভিত্তিক ব্যাংকিং বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারে। তবে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যেহেতু যাচ্ছে না এখনই, তাই শাখা-ভিত্তিক ব্যাংকিং জনপ্রিয় রাখার কাজটা আমাদের ব্যাংকারদেরই করতে হবে। আর এর একমাত্র উপায় হল সুপেরিয়র কাস্টমার সার্ভিস প্রদান। গ্রাহকের সাথে প্রত্যেকটি সাক্ষাৎই মূল্যবান; আর তাঁকে অপেক্ষাকৃত ভাল সেবা প্রদানের একটা সুযোগ। আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদানই কেবলমাত্র সমজাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের আলাদা করে, এগিয়ে নিতে পারে।

গ্রাহকমাত্রই গুরুত্ব পেতে ভালবাসেন -- সেবাখাতের এই বাস্তবতাকে গভীরভাবে ভাবনায় রেখেই ফরেন এক্সচেঞ্জ শাখায় সৃষ্টি করা হয় কাস্টমার সার্ভিস অফিসার [Customer Service Officer বা সিএসও পদটি। গ্রাহকদের পার্সোনালাইজড বা ব্যক্তি পর্যায়ে রেখে সেবা দেওয়ার জন্যে এই পদ সৃষ্টি করা হয়। শাখার জেনারেল ব্যাংকিং, ক্রেডিট এবং ফরেন ট্রেইড বিভাগের সব অফিসাররাই পালাক্রমে [Roaster-basis] সপ্তাহে একবার তিনঘণ্টার জন্যে ফ্লোরে অবস্থান করেন এবং শাখায় আসা গ্রাহকদের প্রত্যক্ষভাবে এই বিশেষায়িত সেবাটি দিয়ে থাকেন।

গ্রাহকদের হাসিমুখে সম্ভাষণ জানানো, তাঁদের প্রয়োজনানুযায়ী নির্দিষ্ট ডেস্কের সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে নিয়ে যাওয়া, বয়োজ্যেষ্ঠ গ্রাহকদের অগ্রাধিকার-ভিত্তিতে সেবা প্রদান, ফরম-ফিল আপ সংক্রান্ত যে কোন প্রয়োজনে গ্রাহককে সাহায্য করা, বর্ষণমুখর দিনে শাখায় আসা গ্রাহকদের তাৎক্ষণিকভাবে পেপার-টাওয়েল [Paper Towel] অফার করা -- এসব কিছু, এবং আরো অনেক কিছুই একজন কাস্টমার সার্ভিস অফিসারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। গ্রাহকদের হাসিমুখে আন্তরিক সেবাদানই একজন কাস্টমার সার্ভিস অফিসারের মূল দায়িত্ব, বিনিময়ে ওঁর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হল গ্রাহকের হাসিমুখ দেখতে পাওয়া। একজন গ্রাহক ব্যাংকে তাঁর দরকারি কাজ শেষে যাতে হাসিমুখে বের হতে পারেন,

একজন গ্রাহক ব্যাংকে তাঁর দরকারি কাজ শেষে যাতে হাসিমুখে বের হতে পারেন, এটা নিশ্চিত করার জন্যেই CSO পদটি সৃষ্টি করা হয়। বিভাগ-নিরপেক্ষভাবে CSO নির্বাচিত হওয়ার কারণে শাখার সব বিভাগের সব অফিসারই প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার প্রত্যক্ষভাবে গ্রাহকদের সেবাদানের কাজে শামিল হবার সুযোগ পান।

এইসব উদ্যোগ ফরেন এক্সচেঞ্জ শাখার কাস্টমার সার্ভিস প্রদানে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। সাথে সাথে শাখার বাহ্যিক সৌন্দর্যবর্ধনের অংশ হিসেবে ইন্টেরিয়রে সবুজ ইনডোর প্ল্যান্টের সমাহার গ্রাহকদের দেয় ইট-পাথরের যান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যেই এক চিলতে প্রকৃতির ছোঁয়া। ক্যাশ কাউন্টার, ফ্রান্ট ডেস্ক আর জমা স্লিপের কাউন্টারে দৃষ্টিনন্দন পেনস্ট্যান্ড; কাঁচের জারে চকোলেট-ক্যান্ডি ইত্যাদি রাখার পেছনে মূল ধারণাটাও এটাই -- যেন দিনশেষে গ্রাহকেরা ব্যাংকে এসে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ [Valued] বলে বিবেচিত হতে দেখেন; এবং তা মনেও করেন। গ্রাহকেরা যাতে অনুভব করেন, ব্যাংকের প্রত্যেক অফিসার তাঁদেরকে সর্বোচ্চ সেবাদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; ব্যাংকের প্রত্যেকটি নৈর্ব্যক্তিক উপকরণ এবং ব্যাংকের সামগ্রিক পরিবেশ তাঁদেরকে চমৎকার ব্যাংকিং এক্সপিরিয়েন্স দেওয়ার জন্যে ঢেলে সাজান হয়েছে। দিনশেষে ঢাকা ব্যাংকের মূলমন্ত্র তো এটাই -- 'Excellence in Banking'।

উৎকৃষ্টতর গ্রাহক সেবার সাথে ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। CSO-রা সরাসরি ফ্লোরে উপস্থিত থাকার ফলে অনেক নিয়মিত কাস্টমারের কাছে যেমন বিভিন্ন প্রডাক্ট ক্রস-সেল [Cross-sell] করার সুযোগ পান, তেমনি সুযোগ পান ওয়াক-ইন [Walk-in] কাস্টমারদের নিয়মিত কাস্টমারে পরিণত করার। এমন বেশ কয়েকবারই হয়েছে, হয়ত কাস্টমার রেমিট্যান্সের টাকা তুলতে কিংবা পাসপোর্টের ফিয জমা দিতে এসেছিলেন – ভাল সেবা পেয়ে শেষ পর্যন্ত একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে গেছেন। এভাবে ধীরে ধীরে পুরনো সম্পর্কগুলো মজবুত হয়, তেমনি গড়ে ওঠে নতুন সম্পর্ক। দিনশেষে ব্যক্তিবিশেষের একক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়, বরং সব অফিসারের সম্মিলিত প্রয়াসই উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের ব্যাংককে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

Monetary Policy Statement

Fiscal Year 2019-20

Mohammad Ataour Rahman
SAVP & Manager Operations, Banashree Branch

The Governor, Bangladesh Bank [BB] has unveiled Monetary Policy for the Fiscal Year 2019-20 on July 31, 2019 basing on the **8.2% GDP Growth** and **5.5% Inflation Ceiling Targets** declared for FY20 in the National Budget. BB's Annual Monetary Programme makes adequate room for Money and Credit Growth for attaining these Prime Targets. Keeping the Policy Rates unchanged, MPS FY20 states **13.4% increase** in Public Sector Credit Growth Target while **1.70% decrease** in Private Sector Credit Growth Target.

This is the first time after 2006, that Bangladesh Bank has formulated Monetary Policy Statement [MPS] for the whole Fiscal Year.

Basic changes:

- From now on, Monetary Policy Statement will be announced once in a Fiscal Year instead of twice;
- 13.4% increase in Public Sector Credit Growth Target from previous Monetary Policy Target [H2FY19] and has been set at 24.3% Growth for FY20;
- 1.7% decrease in Private Sector Credit Growth Target and has been set at 14.8% Growth Target for FY20;
- No change in Policy Rates i.e. Repo Rate, Reverse Repo Rate, CRR and SLR remain unchanged, which are 6%, 4.75%, 5.5% and 18.50% [including CRR] respectively.

Table-1: Highlights of MPS FY20

Key Economic Indicators	Key Economic Indicators		Programme in last MPS-H2FY19	Programme in last MPS-H2FY19
	December 2019	June 2020		
GDP Growth for FY20	-	**8.2%**	7.5-8.2%	8.13%
Inflation for FY20	-	**5.5%**	5.6%	5.47%
Net Foreign Assets	2.0	**0.3**	-3.4	2.2
Net Domestic Assets	14.1	**16.0**	16.8	12.3
Domestic Credit Growth	14.5	**15.9**	15.9	12.3
Public Sector Credit Growth	25.2	**24.3**	10.90	21.1
Private Sector Credit Growth	13.2	**14.8**	16.5	11.3
Broad Money [M2]	11.3	**12.5**	12.0	9.9
Reserve Money	9.8	**12.0**	7.0	5.3

Table-2: Highlights of External Sector of MPS FY20

Key Economic Indicators	FY17	FY18	FY19	FY20	Actual in June 2019
Export Growth Rate [%]	1.70	5.80	14.00	6.76	10.55
Import Growth Rate [%]	9.0	25.2	7.50	May slightly increase	2.61
Remittance Growth Rate [%]	[14.40]	17.30	11.00	12.00	9.60
Current Account Balance [million USD]	[1331]	[8813]	[5286]	[4574]	[5180]
Foreign Exchange Reserve [million USD]	32492	32943	32538	*	32716
Exchange Rate [Taka/USD]	80.59	83.70	84.50	**	84.50

*Foreign Exchange Reserve may be stay same or increased.
** A moderate Depreciation in Exchange Rate may or may not be required.

Policy synopsis:

GDP Growth Rate: GDP Growth has been set 8.2% for FY20. GDP Growth for FY2018-19 reached 8.13%, because of high Growth in the Manufacturing Sector of large Industrial Sector [in FY2018-19, Industrial Sector grew by 13.02%, which was 12.06% in the previous year].

Inflation: It is programmed at 5.5% for FY20. In June 2019, the Average CPI Inflation came down to 5.47% from 5.78% of end June 2018; it happened due to downward movement of Non-food Inflation.

Public Sector Credit Growth: Public Sector Credit Growth Target is increased by 13.40% from previous H2FY19 Target of 10.90%.

Private Sector Credit Growth: Private Sector Credit Growth Target is reduced by 1.7% than the Target of 16.50% of previous H2FY19.

Graph-1: Credit Growth Target:

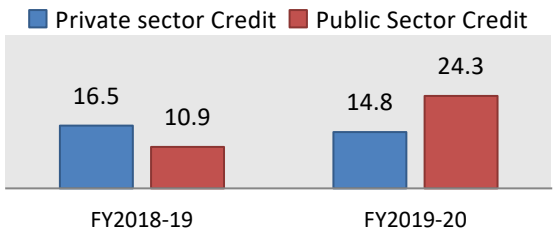

Graph-2: Private Sector Credit Growth:

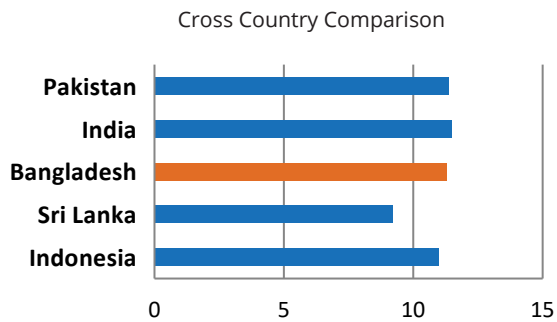

Source: Central Banks Website of respective country, latest available Data.

Broad Money [M2] and Reserve Money [RM]: M2 is programmed at 12.5% Growth for FY2019-20 [in H2FY18-19, it was programmed at 12.00%]. RM is Programmed at 12.0% Growth [in H2FY18-19, it was programmed at 7%]. Movements of M2 are influenced by changes in supply of Reserve Money [RM], aided by Repo, Reverse Repo Interest Rates, CRR and SLR for use as Auxiliary Instruments if and when needed.

Bank's Asset Liability Management [ALM]: Following DOS Circular 05, dated: September 17, 2019, BB has changed their decision of keeping ADR limit of 85% for Conventional Banks and 90% for Islami Shar'iah-Based Banks. Previously, it was decided by BB that this ADR limit would be 83.5% for Conventional Banks and 89% for Islami Shari'ah-Based Banks with execution time of September 2019.

Policy Rates: No change in Policy Rates i.e. Repo Rate, Reverse Repo Rate, CRR and SLR remain unchanged, which are 6%, 4.75%, 5.5% and 18.50% [including CRR] respectively.

Graph-3: REPO, Reverse REPO & CRR of India, Bangladesh, Sri Lanka & Indonesia

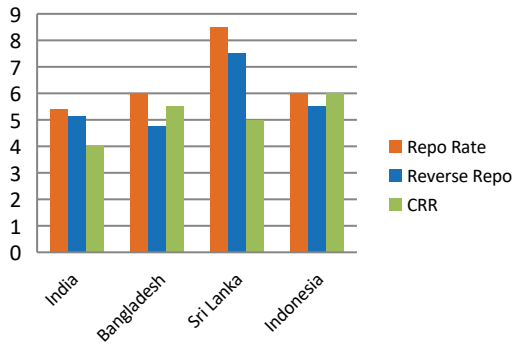

Source: Central Bank's Website of respective countries

Weighted Average Deposit & Lending Rates and Spread of all Banks and NBFIs: These are shown in Graph-4 [June 2019].

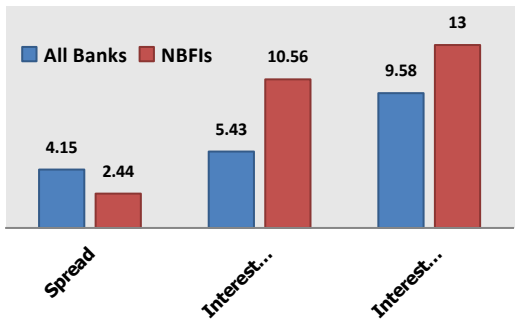

Source: Bangladesh Bank

Net Foreign Assets [NFA]: Net Growth of NFA was 2.2% in June 2019 and is programmed as positive in coming days [it is targeted at 2.0% Growth in next December 2019 & 0.30% in June 2020]. The reason of such positive Growth was the increase of Export, Remittance & Foreign Investment in the last Fiscal Year.

Policy synopsis, external sector:

Export Growth: In FY20, Government Export Target is $44.40 billion [with Growth Rate of 6.67%] and in FY19, it was $39 billion [Growth Rate was 6.36%]. The new Growth Target has been proposed by EPB considering the World Economic Outlook, Policy Changes in important Export Destinations, Stakeholder Feedback, Supply Chain Capacity, Changes in Exchange Rates and Global Business Trends.

Import Growth: In FY18, Import Growth was 25.23% due to Import of Capital Machinery for Govt. Mega Projects and high Food Grain Imports. In FY19, Import Growth was brought down to 2.61%. As maximum Products for Govt. ongoing Mega Projects have already been Imported in FY18, only basic requirement like Fuel oil, Industrial Raw Material, among others, may be imported in FY20. So, Import Growth in FY20 may be low.

Remittance: Remittance Growth decreased to 9.6% in FY19 from 17.30% in FY18. It is Programmed at 12.00% for FY20, as a large number of Workers are going abroad.

Current Account Balance: Current Account Deficit has narrowed mainly due to a lower Trade Deficit and higher inflow of worker's Remittance. It is expected to be low in FY20 and is targeted as deficit of 4,574 million US dollar.

Foreign Exchange Reserve: As Export Growth Target has been set at 6.67% and Remittance Growth Target has been set at 12%; and on the other hand, Import may be insignificant, Foreign Exchange Reserve may remain same or increase in FY20.

Exchange Rate: A moderate Depreciation in Exchange Rate of Taka with US dollar may or may not require.

Graph-5: Exchange Rate

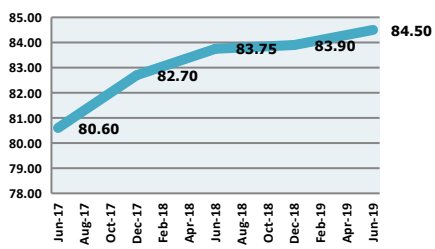

BB moving toward Interest Rate-Based Monetary Policy:

BB has announced a shift from Monetary aggregate Targeting [M2] to Interest Rate Targeting [IRT] in the conduct of its Monetary Policy. The new Policy will be introduced by the Second Half [H2] of the FY21 [F.E.17.08.19]. The BB Governor has mentioned that the Central Bank is now proceeding with initial worksfor adopting the IRT-guided Policy Regime with Technical Assistance from the International Monetary Fund [IMF].

It may be noted here that the Federal Reserve [Fed] has been conducting the IRT Policy since the mid-1980s. Besides, the middle and other high income countries have also been using this IRT Policy. Work Flow of IRT Monetary Policy is shown below;

Working of Monetary Policy via Indicators and Targets

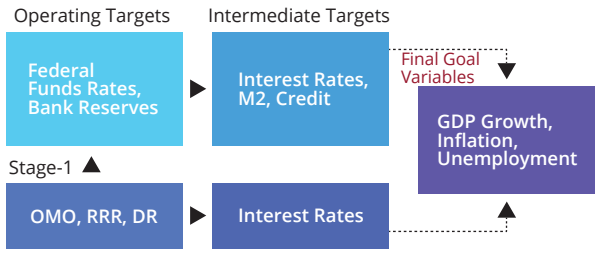

OMO= Open Market Operations, RRR=Required Reserve Ratio, DR=Discount Rate [Fed].

In this process, the Interest Rate in play in the Fed's IRT approach is the Federal Funds Rate [FFR]. The Federal Funds are simply Commercial Bank's Reserves which are available for borrowing overnight by Bank's in Reserve Deficiency or for other exigencies. The Fed sets a Range of variability of the RFF. The current RFF Target Range is 2.00-2.25 per cent. On a given day or hour the exact Rate within this Range depends on the Supply and Demand for Funds by Banks. If the RFF tiptoes outside the Range, the Fed's Open Market Manager would pursue Repo and Reverse Repo to restore RFF within the Range.

Qualitative dimension of BB's Growth support objective -- some new priorities:

BB maintains a good number of Refinance Lines supporting lending for productive pursuits in various underserved Economic Sectors and Population Segments. The country's uncharted Informal Economy is one area where coordinated new thrust of effort of BB, Banks, Mobile Phone or Smart Card based Payment Service Providers can draw the Self-Employed Individuals, MSMEs, Micro Merchants and others in the Informal Sector into Bank Accounts

in the Formal Economy for Deposit, Borrowing and other Banking Services accessed through their Mobile Accounts or Smart Cards. Connectivity between the Bank Account with the Mobile Phone Accounts has already been started through the countrywide IT Network. Substantial progress can be made soon, if the initiative is pursued in right earnest.

Some other new Initiatives:

With a view to alleviate the Liquidity problem in Banking Industry, Government has taken the following initiatives;

- Allow keeping of 50% of Government Fund with Private Commercial Banks [PCBs] instead of previous Rule for 25%.
- Online selling of Sanchayapatra and imposing of 5% Additional Tax on Interest Income of Sanchaypatra.
- New Rescheduling Policy for NPL.
- Allowing 2% Cash Incentives on Remittance.

Major Challenges of MPS FY20:

A couple of near term Domestic Risk Factors loom over to fully or partly impair attainment of FY20 Programme Objectives. Recent upward revision of fuel gas price and new VAT Law implementation has already made some impact on Prices in the beginning of FY20. If the monsoon flood engulfing wide expanse of the country prolongs or recurs, Agricultural Output losses can be significant. Moreover, ongoing Trade War and Geopolitical Tensions are also reasons for uncertainties in the External Front, that may or may not impair attainment of BB's FY20 Monetary Programme outcomes.

BB has mentioned that Risk Factors to attainment of FY20 Monetary Programme Objectives will be closely monitored and addressed, as & when required.

Impediments to **SME Financing in Bangladesh**

Sanjit Kumar Sarker
AVP, Narayanganj Branch

Small and Medium Enterprises [SMEs] are key players in the Economy and the wider eco-system of Firms. Enabling them to adapt and thrive in a more open environment, and participate more actively in the Digital Transformation is essential for boosting Economic Growth and ensuring a more inclusive Globalization. Across countries at all levels of development, SMEs have an important role to play in achieving the Sustainable Development Goals [SDGs], by promoting inclusive and sustainable Economic Growth, providing Employment and decent work for all, promoting Sustainable Industrialization and fostering innovation, and reducing income inequalities. However, boosting SME potential for participating in and reaping the benefits of a Globalized and Digital Economy depends to a great degree on conducive framework conditions and healthy competition. Due to constraints internal to the Firm, SMEs are disproportionately affected by market failures, barriers and inefficiencies in the business environment and Policy sphere. SMEs' contributions also depend on their access to strategic decent work for all, promoting Sustainable Industrialization and fostering innovation, and reducing income inequalities. However, boosting SME potential for participating in and reaping the benefits of a Globalized and Digital Economy depends to a great degree on conducive framework conditions

and healthy competition. Due to constraints internal to the Firm, SMEs are disproportionately affected by market failures, barriers and inefficiencies in the business environment and Policy sphere. SMEs' contributions also depend on their access to strategic resources, such as finance, skills, knowledge networks, and on Public Investments in areas such as Education & Training, Innovation and Infrastructure.

Information Asymmetry and high Transaction Costs are the two fundamental challenges faced by any Financial Institutions, while lending to SMEs in particular. In reality, letting Financial Institutions set their own policies, including setting interest rates, does not always produce anticipated results. If the market is left to itself, many people do not have access to the Financial Services that they could benefit from; most often SMEs get the least access to all. The crux of SMEs financing conundrum lies in the Information Asymmetry that exists between SMEs and Financial Institutions and high Transaction Costs. Information Asymmetries denote to the circumstance that, Information does not move smoothly. While lending Money, it is crucial to know something about the person borrowing, to make sure that they spend the Money in such a way that they will be able to repay the Loan, and to keep track of them and make sure they do not run away without repaying. As a result, they do not provide Financial Services to everyone requiring it. That is, although they might have sufficient Funds at their disposal, they choose not to disburse them to potential Borrowers whom they do not know enough about, especially when it is too costly to get the Information they need.

The two most consequential upshots of Asymmetric Information relevant to Financial Services are known as Adverse Selection and Moral Hazard.

"Adverse Selection" occurs when Borrowers enjoy more Information advantage in Company Fundamentals. Therefore, Financial Institutions, in relatively disadvantaged position, raise Lending Rates to lessen potential risk of Credit Losses. However, rising Interest Rate of Loans may cause the normal, blue-chip Companies withdraw from the Lending Market because they do not want to pay the Premiums in terms of Market Interest Rates. On the other hand, Companies with poor business performance are prone to be fraud -- tending to take Loans from Banks even at higher Interest Rate.

Information Asymmetry also leads to Moral Hazard, which occurs when the Borrower has already acquired the Loan. Since the Financial Institutions are unable to supervise the borrowing Company all the time and obtain effective Information about the Borrower's willingness to pay back Loans, business performance, and where the Loan Money is spent, there are fair chances that the borrowing Company may violate the original commitment they made when signing the Loan Contract, and engage in high-risk Investment or intentionally flee from Debt. This opportunist practice, what we know as Moral Hazard, may lead to Bad Debt which eventually could take its toll on Financial Institutions. To ward off this risk; and guarantee Loan safety & profitability, Financial Institutions implement "Credit Rationing Policy".

Another reason that discourages the Lenders in providing SMEs with Financial Services is these Borrowers demand Services on a small scale. It is more difficult for Financial Institutions to make a Profit on such small Transactions, because each Transaction does have a certain Administrative Cost.

While Financial Inclusion Programme, Credit Guarantee Scheme, Collateral-free Loan, latest Technology etc. may provide antidote to the problems; SMEs also need to play vital role to alleviate Information Asymmetry. Borrowers, both Individuals and Companies, generally do not like to provide sufficient Information, offer Collaterals, or restrict themselves to only what they can do. But the fact is, the more Information they are willing to provide, the more Collateral they are willing to offer, and the more creditworthy they can prove themselves with their behaviour -- the cheaper will be the Credit for them.

Highlights from the Quarter

Exports smash record in July, fetch $3.89b

Exports brought home record amounts in July, in a development that will bring a huge sigh of relief for the Government battling sizeable Balance of Payments deficit. Last month, overseas shipments fetched $3.89 billion, up 8.66 per cent year-on-year, according to data from the Export Promotion Bureau. The amount also exceeded the month's target by $60.86 million. The amount bested the record for the highest Single Month Export Earnings of $3.81 billion logged in May. Of the sum, Garment Shipments fetched $3.31 billion, up 9.60 per cent year-on-year and $97.48 million more than the target for the month. Leather and Leather Products, the next great Export hope, also fared well. It raked $106.10 million, up 16.39 per cent, and $14.17 million more than the target. Frozen and live fish exports rose 1.54 per cent to $41.60 million, tea 52.00 per cent to $0.38 million, Vegetables 34.94 per cent to $8.38 million, Pharmaceuticals 29.95 per cent to $11.41 million, Plastic Goods 37.33 per cent to $12.95 million, Handicrafts 53.28 per cent to $1.87 million and Jute and Jute goods 0.83 per cent to $74.88 million.

EXPORT EARNINGS

In billions of dollars

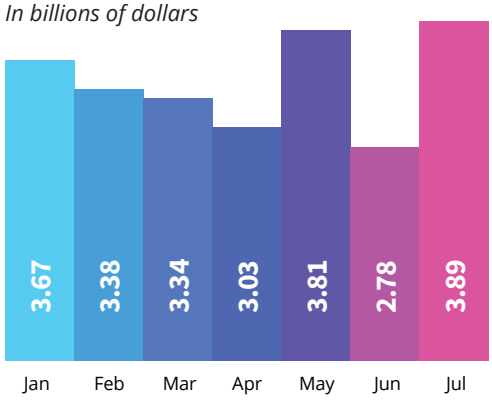

*Source: **EPB***

Stocks keep gaining, thanks GP shares

Stocks extended the gaining spell for the third straight session on Monday as, Investors showed their buying appetite on Grameenphone [GP] shares. DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange [DSE], settled at 5,227, gaining 10.72 points or 0.20 per cent over the previous session. Analysts said the market kept gaining as Investors are taking fresh position in fundamentally strong issues like GP. GP, the largest market-cap Listed Company's share price surged 2.17 per cent to close at Tk 323.90 each on Monday. GP, which accounted for more than 14 per cent market-cap of DSE, largely contributed to the index gain as GP alone added 14.81 points to the DSEX," said an Analyst at a leading Brokerage Firm.

Mkt Stat: Index	Today	2019 YTD	2018	2017	2016	2015
DSEX*	5,227.3	-2.9%	-13.8%	24.0%	8.8%	-4.8%
DS30*	1,847.3	-1.8%	-17.6%	26.1%	3.4%	-2.9%
DSES*	1,202.5	-2.5%	-11.4%	16.7%	7.7%	-3.7%
Turnover [BDT Mn]***	4,853.6	5,475	5,486	8,679	4,944	4,227

*Returns are calculated from Jan 27, 2013; **Return is calculated from Jan 20,2014
***Turnover reflects avg. daily trade value, except today's.

Source: IDLC Securities Limited

The Port City Bourse, the Chittagong Stock Exchange, also closed higher with the CSE All Share Price Index -- CASPI -- advancing 41 points to settle at 15,998 while the Selective Categories Index -- CSCX -- gaining 22 points to finish at 9,718. The Gainers beat the losers as 121 issues nudged higher, 109 drifted lower and 39 remained unchanged. The Port City Bourse traded 6.65 million shares and Mutual Fund Units worth more than 227 million in Turnover.

IMF projects 7.6pc GDP growth this Fiscal Year

The International Monetary Fund [IMF] has projected Bangladesh's economic growth to be 7.6 per cent this Fiscal Year, which is 0.6 per centage points lower than the Government's projection of 8.2 per cent. Yet, the growth rate projected for Bangladesh is the highest in the South Asia Region, according to the IMF's South Asian Update. India will have the second highest growth in the region at 7.2 per cent, followed by Bhutan and Nepal at 6.3 per cent and Sri Lanka at 4 per cent. Pakistan will have the lowest economic growth in the region at 2.4 per cent. IMF also upgraded Bangladesh's growth estimate for last Fiscal Year. Earlier in April, the Washington-based Multilateral Lender had projected Bangladesh's economic growth to be 7.3 per cent in Fiscal 2018-19. But now IMF estimates Bangladesh will log in 8 per cent growth in the Fiscal Year that ended on June 30. The Bangladesh Bureau of Statistic's provisional estimate say the GDP growth was 8.13 per cent. Private Sector Credit Growth

has been decelerating since 2017, reflecting the Bangladesh Bank's January 2018 decision to reduce the Loan-Deposit Ratio to 83.5 per cent, and the adverse impact of the large issuance of the National Savings Certificates [NSC] on Banks' Deposits.

ECONOMIC GROWTH IN SOUTH ASIAN COUNTRIES

*In %, *projection*

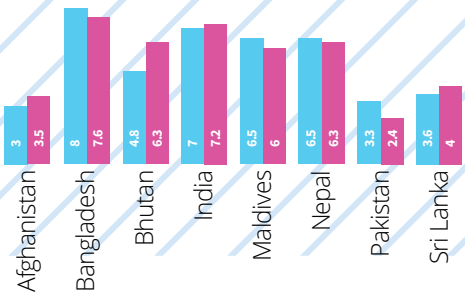

*Source: **IMF***

Govt sets export target at $54b

The Government yesterday set the export target for the current Fiscal Year at $54 billion, up 15.20 per cent than that a year ago. Of the amount, merchandise export target has been fixed at $45.50 billion, which is 12.25 per cent higher than the achievement of last Fiscal Year. Meanwhile exports from services sector has been set at $8.50 billion, a 34.10 per cent year-on-year rise from that attained last Fiscal Year. This year the garment export target has been fixed at $38.20 billion, which is 11.91 per cent higher than the achievement of last Fiscal Year. Last year Bangladesh exported garment items worth $34.13 billion, registering a 11.49 per cent year-on-year growth. Last Fiscal Year the garment sector even exceeded the annual target by 4.42 per cent. The target was set at $32.68 billion, according to data from the Ministry of Commerce.

Govt to import $819.3m petroleum product

The Government will import 14.35 lac tonnes of petroleum product worth $819.30 million during July to December this year under a government-to-government arrangement. According to the BPC proposal, the petroleum will be imported from Malaysia, Thailand, Indonesia, the United Arab Emirates, Kuwait and China. The premium, which is the cost of shipping and includes freight charges and insurance, for importing diesel will be $2.95 per barrel, Jet fuel-1 $3.95, petrol $4.90 and furnace oil $28.25 per tonne.

City Bank inks deal with Biman to launch Co-branded Credit Card

City Bank and Biman Bangladesh Airlines have recently signed an Agreement to launch a Co-branded Credit Card. This is going to be the first ever Co-branded Credit Card between a Bank and the National Carrier of the country. It is titled The Biman Bangladesh American Express® Credit Card. The Card is signed to cater to the Frequent Travelers of the country with attractive privileges and services from both Biman Bangladesh and City Bank.

Govt eyes 300MW Rooftop Solar Power

The Government is looking to use the Rooftops of Factories and Public Agencies to generate about 300MW of Clean Electricity through solar photovoltaics [PV] -- a move that can slash emissions and dependency on Fossil Fuel. Govt is considering Rooftops because of scarcity of Land suitable for setting up Solar Power Plants to generate renewable energy -- and we have a lot of Rooftops. The move comes at a time when the Government is falling behind its Target of generating 10 per cent of Electricity by Renewable Energy by 2020. The share of Renewable Energy is just 2.83 per cent.

Bangladesh's current Power Generation Capacity is 20,834MW. Using Rooftops of factories 1,000 MW of Electricity can easily be generated, adding that the State-owned Non-Bank Financial Institution was financing Projects for Rooftop Solar PV for 300MW. IDCOL estimates that generation of 300MW of Clean Energy would reduce 5.5 million tonnes of Carbon Dioxide Emission in 20 years. Workshops and small stations have potential to generate the rest, according to IDCOL. It may require investment of Tk 700 crore to install Rooftop Solar PV for their Stations, Workshops etc and IDCOL is keen to provide financing. Solar Energy accounts for 60 per cent of total installed Renewable Energy of 589 MW.

Tree Plantation mandatory at 10pc Land of each EZ: BEZA

Bangladesh Economic Zones Authority [BEZA] has undertaken an initiative to plant trees at over 10 per cent Land of each Economic Zone [EZ] across the country aimed at ensuring eco-friendly industrialization. As per the directives of Prime Minister Sheikh Hasina, BEZA has been working to build eco-friendly Economic Zones across the country. At least 10 lac trees will be planted at the Bangabandhu Sheikh Mujib Industrial City comprising the Mirsharai, Sitakunda and Feni Economic Zones in Chattogram along side its roads, embankments and other selected areas of the Economic Zones. BEZA will also plant about 15 lac saplings of different varieties of trees in the next five years in Sonadia Eco-Tourism Park at Moheskhali Upazila under Cox's Bazar to protect Ecological Balance in the Coastal Area.

Govt takes Tk 27.47b Projects for easing Land services

The Government has taken Projects worth Tk 27.47 billion [Tk 2,747 crore] aiming at easily reaching all Land-related Services adopting facilities of digitisation to the people's doorsteps in a hassle-free manner. The Ministry of Land will implement the Projects for Automation of the Land-related database spending Tk 997 crore [Tk 9.97 billion] and Land Survey costing Tk 1,750 crore [Tk 17.50 billion] with assistance of the access to information a2i project. The Divisional Administration organised the day-long event with assistance of the [a2i] project of the Prime Minister's Office [PMO], Cabinet Division, ICT Division, USAID and UNDP. Deputy Commissioners, Additional Deputy Commissioners [revenue], revenue Deputy Collectors, Upazila Nirbahi officers [UNO], Assistant Commissioners [AC Land], Union Assistant Land Officers, Kanoongo and other Officials and Employees involved in providing Land-related Services from all over Rangpur Division participated in the Workshop.

BD imports 7.0 mcm LNG from RasGas, OTI till now

Bangladesh has so far imported around 7.0 million cubic metres of LNG by 50 Vessels from RasGas of Qatar and Oman Trading International [OTI] of Oman to meet domestic Natural gas demand after re-gasification. Of the total, RasGas supplied some 40 cargoes while OTI around 10, each carrying about 138,000 cubic metres of LNG on an average, to re-gasify at the country's two operational offshore LNG Terminals, said a senior Petrobangla Official. The country's first LNG Vessel The Excellence, owned by US company Excelerate Energy, arrived at the first offshore Moheshkhali LNG Import Terminal on April 24, 2018 but technical difficulties along with rough weather delayed delivery of the cargo by more than three months. However, the first LNG Vessel from RasGas reached the Excelerate's FSRU [Floating Storage and Re-gasification Unit] on August 09, 2018. The second LNG Terminal, owned by Summit Group, started flowing re-gasified LNG on April 29, 2019.

FDI for sustainable economic development: ICCB

Foreign Direct Investment [FDI] has an important role to play in helping to achieve the United Nations [UN] Agenda, Sustainable Development Goals [SDGs] by 2030, observed International Chamber of Commerce-Bangladesh [ICCB] at its current News Bulletin [April-June 2019]. Global flow of FDI continued their slide in 2018, falling by 13 per cent to US $1.3 trillion. Over the past 30 years, the nature of international business investment in developing countries has evolved beyond a relatively narrow focus on the extractive industries [UNCTAD, 2007] to become one of the cornerstones, along with trade, of Global Value Chains [GVCs]. In the Asia-Pacific Region, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific [ESCAP] has estimated that financing SDGs would require an additional investment of $1.5 trillion per year or an average of 5 per cent of GDP.

Industry Update

Bangladesh Pharmaceutical Industry

In 2018, the country's Domestic Pharmaceutical Market size stood at Tk 20,511.8 crore with 15.6% Compound Annual Growth Rate for the last five years.

Once largely dependent on imports and Multinational Companies to meet the local demand, Bangladeshi Pharmaceutical Industry is growing very fast meeting 98% of Domestic Demand and posting a 27% growth in Export Earnings. In 2018, the country's Domestic Pharmaceutical Market size stood at Tk 20,511.8 crore with 15.6% Compound Annual Growth Rate [CAGR] for the last five years. On top of that, the Sector is expected to grow at 15% year-on-year to reach $5.11 billion by 2023, propelled by high Investment by local Companies as they seek to grab a bigger share of the Global Market. Bangladesh's Economy is growing at over 8% per annum with increased Per Capita Income of $1,909, while Life Expectancy increased to 73 years. Life Expectancy of people has significantly increased — the Average Life Expectancy of 66.4 years in 2002 rose to 72.81 years in 2017.

According to Export Promotion Bureau [EPB] data, Bangladesh's Medicine Exports registered a 25.60% rise to $130 million in FY19, which was $103.46 million the previous year. Bangladeshi Pharmaceutical makers are now compliant and regulated as some leading Companies have received Certification from US FDA and UK MHRA. According to Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries [BAPI], approximately 1,200 Pharmaceutical Products received registration for Export in the last two years. Beximco Pharma, a leading exporter to the US, has received US FDA Certification, while Square Pharmaceuticals and Incepta got UK MHRA [Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency] Certification to Exports items.

Source: Dhaka Tribune

The country can save at least 70% of Import cost of Raw Material by producing Active Pharmaceutical Ingredient [API] at the API Park in progress, which will drastically reduce the Cost of Production and help Bangladesh achieve price competitiveness in Global Market. In addition, Bangladesh can earn from the $238 billion global market by exporting API. According to Business Communications Company [BCC] Inc,

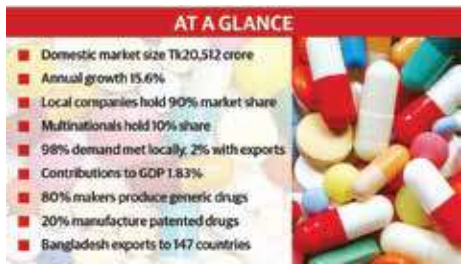

a US-based Research Organization, the Global Market for Generic Drugs is expected to reach $533 billion by 2021 from $352 billion in 2016 at a CAGR of 8.7%. Bangladesh is going to be a major global hub for high quality low cost Generic Medicine and Vaccine. India and China are losing cost advantages. In reaping the benefits, Bangladesh needs to develop the knowledge and capacity to grab a bigger share of the Global Pharmaceutical Market, he suggests.

PHARMACEUTICAL **EXPORTS**

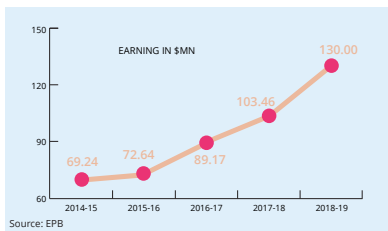

Local Drugs Manufacturers of Bangladesh mainly produce Generic Drugs. Of the total amount, 80.0% are Generic and 20.0% Patented Drugs. As an LDC, Bangladesh will not need to pay royalty for producing Patent Drugs till 2033, which is a great opportunity for Bangladesh to improve its Export share in the Pharma Products. On the other hand, around 1,200 Pharmaceutical Products got registration for Export, which is likely to result in a massive jump in earnings within the next few years.

ব্যাংকের ঝুঁকি ও পুঁজি ব্যবস্থাপনা

মোহাম্মাদ তোফায়েল করিম খান
এফভিপি, ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন

দৈনন্দিন জীবনে সকলেই প্রতিনিয়ত নানান শঙ্কা বা ঝুঁকির ভেতর দিয়ে যান -- রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ার ঝুঁকি, ছিনতাইয়ের ঝুঁকি, ব্যবসায় লোকসানের ঝুঁকি ইত্যাদি। তারপরও মানুষ নিজেকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে জড় পদার্থের মতো নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করতে পারেন না। তাঁরা সব ধরনের ঝুঁকির মধ্যে থেকেও তাঁরা জীবনকে রেখেছেন সচল। যেহেতু ঝুঁকিকে জীবন থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলা যাবে না, তাই আমাদের সেই ঝুঁকি নিরূপণ করে, ঝুঁকি গ্রহনের ক্ষমতা নির্ধারণ করে, নিজেদের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্য ঝুঁকিকে নিম্নতম পর্যায়ে রেখে, এগিয়ে যেতে হয়।

মানুষের মতো ব্যাংককেও ঝুঁকি নিতে হয়। জনগনের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহকে আপাতদৃষ্টিতে ঝুঁকিবিহীন মনে হতে পারে, তবে এখানেও রয়েছে ঝুঁকি। ব্যাংক যে সুদের হারে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আমানত গ্রহণ করে, পরবর্তী সময়ে বাজারে সুদের হারের পতন ঘটলেও নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সুদের সেই আগের হারই বহাল রাখতে হয় ব্যাংককে। সুতরাং এখানেও রয়েছে ঝুঁকি। আবার জনগণের সেই আমানত থেকে সৃষ্ট তহবিলের অর্থ যখন ব্যাংক ঋণ হিসাবে বিতরণ করে, তখন একটা বড় ধরণের ঝুঁকি নিতে হয়। ঋণগ্রহীতা যদি সে ঋণের টাকা ফেরত না দেন, কিংবা দিতে না পারেন -- তখন সেটা পর্যবসিত হয় ব্যাংকের ক্ষতিতে। তাই ঋণ দেওয়ার আগে ব্যাংক ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে সম্ভাব্য সবধরনের তথ্য জোগাড় ও যাচাই করে, গ্রহীতার ঋণপ্রাপ্তিযোগ্যতা নিরূপণ করে এবং সর্বোপরি ঋণের বিপরীতে যথাযথ জামানত আদায় করে ঋণটিকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে। কিন্ত এত সাবধানতা অবলম্বন করার পরও কিছু ঋণ আটকে যেতে পারে, ঋণগ্রহীতার পূর্ব ইতিহাস ভাল থাকা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণহীন যে কোন কারণে ঋণটি খেলাপি হয়ে যেতে পারে; কিংবা গ্রাহক হয়ে যেতে পারেন ইচ্ছাকৃত খেলাপিও।

এ কারণে ঋণঝুঁকি কমানোর জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে জামানত গ্রহণ করে, সেটা আর্থিক জামানত হতে পারে, কিংবা হতে পারে ভূসম্পত্তি। আবার জামানত হিসাবে রাখা ভূসম্পত্তির দামও কিন্তু যে কোন সময় কমে যেতে পারে। সে বিবেচনায় অনুমোদিত ঋণের সীমা এই জামানতের বাজারমূল্যের চাইতে সুচিন্তিতভাবেই কম রাখা হয়। এটাও ঋণঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি কৌশল।

বাস্তবে ঝুঁকি সম্পূর্ণভাবে দূর করা যায় না, ব্যাংক তাকে কেবল আয়ত্বের মধ্যে রাখার চেষ্টা করে। আয়ত্বাধীন নয় এমন ঝুঁকি ব্যাংক সাধারণত গ্রহণ করে না। ঝুঁকি আয়ত্বে রাখার সব কৌশল অবলম্বন করার পরও কখনও ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যর্থ হয়। অনেক সময় ঋণ আদায়ের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত আটকে যাওয়া ঋণ অবলোপন করে দৃশ্যত পরিষ্কার করতে হয় ব্যাংকের ব্যালেন্স শিট। ঋণ অবলোপন একটা অ্যাকাউন্টিং প্রক্রিয়া মাত্র, কিন্তু এর ফলে খেলাপি ঋণগ্রহীতার মুক্তি মেলে না। এটা ব্যাংকের জন্য খুবই অপ্রীতিকর ও বেদনাদায়ক।

এতে যে কেবল ব্যাংকের লাভ সংকুচিত হয় তা-ই নয়, অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ খুব বেশি হয়ে গেলে ব্যাংকের মূলধনের ওপর পড়ে তার বিরূপ প্রভাব। কারণ ঋণ দেওয়া হয় আমানতকারীদের আমানত থেকে, আবার আমানতকারীর অর্থ তাকে সুদসহ ফেরত দিতে হয়। এই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে কুঋণ সংস্থানের বাইরেও ব্যাংককে রাখতে হয় অতিরিক্ত মূলধন সঞ্চিতি। এই ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলোকে ঝুঁকি মূল্যায়িত সম্পদের [Risk Weighted Asset] ওপর ঝুঁকিভেদে বিভিন্ন হারে মূলধন সংরক্ষণ করতে হয়। সংরক্ষিত এই মূলধনের অনুপাতটিই হল ব্যাংকিং জগতের বহুল আলোচিত মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত বা ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিও, সংক্ষেপে যাকে আমরা CAR বলি। ব্যাংককে তার বিভিন্ন ধরণের সম্পদের বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে বিভিন্ন মাত্রার ঝুঁকি ধরে নিতে হয়। এভাবে আরোপ করা ঝুঁকির সমষ্টির বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে একটা নির্দিষ্টহারে মূলধন সংরক্ষণ করতে হয়।

আর্থিক খাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাসেল ২ মূলত তিনটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিতঃ [১] বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি সামাল দেওয়ার জন্য পুঁজি পর্যাপ্ততা [২] নিয়ন্ত্রণমূলক নজরদারি নিশ্চিতকরণ, এবং [৩] পর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে বাজারের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা। এই ত্রিমাত্রিক ধারণাই ব্যাসেল ২ এর তিন স্তম্ভ। নিত্যনতুন ঝুঁকির চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে এবং ব্যাসেল ২ ব্যবস্থাকে আরও নিশ্ছিদ্র করার জন্য ব্যাসেল ৩ এর প্রথম স্তম্ভে Risk Weighted Asset এর বিপরীতে ন্যূনতম মূলধনের [১০ শতাংশ] সাথে বাড়তি পুঁজি সংরক্ষণের [২.৫০ শতাংশ] বিধান রাখা হয়েছে। এই অতিরিক্ত পুঁজিকে ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার বা আপৎকালীন পুঁজি বলা হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলো যেন আপৎকালীন ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিরাপদে টিকে থাকতে পারে তাই এই অতিরিক্ত পুঁজির নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে। রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট হিসাবে ব্যাংকগুলোকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে Risk Weighted Asset-এর বিপরীতে ২.৫০ শতাংশ আপৎকালীন পুঁজির শর্তটি পূরণ করতে হবে। ঢাকা ব্যাংক ইতোমধ্যেই নির্ধারিত সময়ের আগেই তা করতে পেরেছে। এই সময়ের মধ্যে যে ব্যাংকগুলো তার মূলধন ১২.৫০ শতাংশে উন্নীত করতে ব্যর্থ হবে, তারা সে বছর লভ্যাংশ দিতে পারবে না। ব্যাসেল ৩ এর আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হচ্ছে, এ ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলোর ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণের পাশাপাশি তারল্যের বিষয়টিকেও বিবেচনায় আনা হয়েছে। ব্যাংকগুলো তার স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী তারল্যের চাহিদা মেটানোর জন্য যথাক্রমে Liquidity Coverage Ratio [LCR] এবং Net Stable Funding Ratio [NSFR] ব্যবহার করে তারল্য নিরূপণ করতে পারে। তবে একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে, কোনও ব্যাংকের ন্যূনতম সংরক্ষিত পুঁজি থাকলেই যে ব্যাংকটি সম্পূর্ণ নিরাপদ, সে কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। পুঁজি পর্যাপ্ততার হার কেবল ঋণঝুঁকির ওপর নির্ভর করে পরিমাপ করা হয়। কিন্তু ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রমের মধ্যে আরও বহু ধরণের ঝুঁকি বিদ্যমান।

বড় ধরণের কোনও জালিয়াতি, অদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে বড় অংকের ট্রেজারি লোকসান -- ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রক্ষা করা সত্বেও এজাতীয় ঝুঁকিগুলো পরিমাপ করা যায় না। এসব ঝুঁকি ছাড়াও আরও কিছু ঝুঁকি আছে যা ব্যাসেলের প্রথম স্তম্ভ বিবেচনায় রাখে না, যেমন দলিলপত্র সম্পাদনে ভুলভ্রান্তির ঝুঁকি [Residual Risk], কোনও বিশেষ খাতে কিংবা বিশেষ অঞ্চলে অথবা বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে অতিরিক্ত ঋণ বিতরণের ঝুঁকি [Concentration Risk], তারল্য ঝুঁকি [Liquidity Risk], বিশেষ কোন দেশের বিশেষত অন্তর্নিহিত ঝুঁকি [Country Risk], সুনামের ঝুঁকি [Reputation Risk], পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি [Environental Risk] ইত্যাদি। নতুন ব্যবস্থায় দ্বিতীয় স্তম্ভে ন্যূনতম মূলধনের সাথে প্রত্যেক ধরণের ঝুঁকির বিপরীতে বাড়তি পুঁজি সংরক্ষণের বিধান রাখা হয়েছে। ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ঝুঁকির মুখোমুখি যাতে নিরাপদে টিকে থাকতে পারে, সেজন্য রাখা হয়েছে তারই সহনক্ষমতা পরীক্ষা [Stress Test] করার ব্যবস্থা।

ঢাকা ব্যাংকের জুন ত্রৈমাসিকের পুঁজি পর্যাপ্ততা রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, ঝুঁকি মূল্যায়িত সম্পদ [Risk Weighted Asset]: ২২,১৩৩ কোটি টাকা। ন্যূনতম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট [ঝুঁকি মূল্যায়িত সম্পদের ১০ শতাংশ]: ২,২১৩ কোটি টাকা। মোট ক্যাপিটাল রাখা হয়েছে ২,৯০১ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই ত্রৈমাসিকে সারপ্লাস ক্যাপিটাল ছিলো ৬৮৮ কোটি টাকা। রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট হিসাবে প্রত্যেক ব্যাংকের CRAR ১২.৫০ শতাংশ হতে হবে ডিসেম্বরের মধ্যে। ঢাকা ব্যাংকে বর্তমানে CRAR ১৩.১১ শতাংশ। একটি ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততার হার যত বেশি হবে, সেই ব্যাংক তত বেশি মাত্রার ক্ষতি সামলাতে

সক্ষম হবে। এতে যে কেবল বিরূপ পরিস্থিতিতে ব্যাংক ধসে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পায় তা নয়, রক্ষিত হয় আমানতকারীদের স্বার্থও। এই বিবেচনায় ঢাকা ব্যাংক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ও রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্সে যথেষ্ট ভাল অবস্থানে রয়েছে।

সন্দেহ নেই ব্যাসেল অ্যাকর্ড বাস্তবায়ন করা গেলে তা যে কোন দেশের আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার পথে এক বিশাল পদক্ষেপ। এই দলিলের আওতায় ব্যাংকগুলো ঝুঁকি পরিমাপই শুধু করবে না, সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাও নিশ্চিত করবে।

"Opportunity and risk come in pairs"
--- Bangambiki Habyarimana

"Business people need to understand the psychology of risk more than the mathematics of risk."
--- Paul Gibbons

"In investing, what is comfortable is rarely profitable."
--- Robert Arnott

"The more your money works for you, the less you have to work for money."
--- Idowu Koyenikan

"Compound interest is the eighth wonder of the world."
--- Albert Einstein

"The safest way to double your money is to fold it over once and put it in your pocket."
--- Frank McKinney Hubbard

"Successful investment is about managing risk, not avoiding it."
--- Benjamin Graham

Bangladesh Economy at a Glance

Reserve Money [in BDT crore] 243,553.6 [July-2019]	Net Foreign Assets [in BDT crore] 255492.4 [July-2019]	Broad Money [in BDT crore] 1229572.30 [July-2019]
FDI Inflow [in USD million] 18185.01 [Jan-Mar'19]	BOP [in BDT crore] 132.9 [June-2019]	GDP Growth [in %] 8.13 [Aug-2019]
12 moths Average Inflation [in %] 5.48 [Aug-2019]	Per Capita Income [in USD] 1909 [Aug-2019]	Import [in USD million] 3881.20 [Aug-2019]
Export [in USD million] 2844.31 [Aug-2019]	FX Reserve [in USD million] 31858.09 [Sep-2019]	Tax revenue [in BDT crore] 15437.13 [July-2019]
Classified Loan per centageTotal Outstanding 11.69 [June-2019]	Net Credit to the Govt. Sector [in BDT crore] 129962.50 [July-2019]	Credit to the Private Sector [in BDT crore] 1002966.00 [July-2019]
	Wage Earners' Remittance [in USD million] 1482.84 [Aug-2019]	

Banking Industry at a Glance

No. of Internet Banking Customers 2251764 [June-2019]	No. of Internet Banking Transactions 1072960 [June-2019]	Amount of Internet Banking Transactions 4949.5 CR [June-2019]
No. of Mobile Banking Transactions 199531493 [June-2019]	Amount of Mobile Banking Transactions [in BDT crore] 31708.4 [June-2019]	No. of Agent Banking Transactions 3242126 [June-2019]
Amount of Agent Banking Transactions [in BDT crore] 9408.0 [June-2019]	No. of ATMs 10722 [June-2019]	No. of POS 52846 [June-2019]
No. of E-Commerce Transaction 19810880 [June-2019]	Amount of E-Commerce Transaction [in BDT crore] 13990.1 [June-2019]	W.A. Call Money Rate 5.05 [29 Sep-2019]
W.A. Deposit Rate 5.56 [Aug-2019]	W.A. Lending Rate 9.59 [Aug-2019]	Spread 4.03 [Aug-2019]

Key Appointments

Designation	Name	Institution
Chairman	Morshed Alam	Mercantile Bank
Managing Director	Md. Rafiqul Alam	BASIC Bank
President & Managing Director	Md. Arfan Ali	Bank Asia
Managing Director [reappointed]	Mohammad Haider Ali Miah	Exim Bank
Managing Director & CEO [reappointed]	Md. Mehmood Husain	NRB Bank
Managing Director	Kazi Sanaul Hoq	Karmasangsthan Bank
Chairperson	Ahsan H Mansur	Brac Bank
Chairman	Jamaluddin Ahmed	Janata Bank
Deputy Managing Director	Mahmudul Alam	AB Bank
Deputy Managing Director	Abdur Rahman	AB Bank
Deputy Managing Director	Shamim Ahmed	Mercantile Bank
Deputy Managing Director	Md. Nurul Islam	Mercantile Bank
Additional Managing Director	SM Mainuddin Chowdhury	Shahjalal Islami Bank
Chairman [re-elected]	Md. Nurun Newaz Salim	NCC Bank
Deputy Managing Director	Md. Kaisul Huq	Bangladesh Krishi Bank
Deputy Managing Director	Nizam Uddin Chowdhury	Agrani Bank
Deputy Managing Director	Md. Zahidul Haque	Sonali Bank
Deputy Managing Director	Goutam Prosad Das	Mutual Trust Bank
Chief Risk Officer & Senior Credit Officer	Nadia Mizan	Standard Chartered Bangladesh
Chairman Board of Directors	Muhammad Nazrul Islam	Rajshahi Krishi Unnayan Bank

New Executive Joining

Mr. Mohammad Sumsil Arifin
Designation: AVP
Joining date: July 3, 2019
Location: CPC - Trade Operations, HO

Mr. Md. Tanvir Ahmed
Designation: AVP
Joining date: Sep 25, 2019
Location: CPC - Trade Operations, HO

New Assignment

Mr. Abdulla Al-Mamun
Designation: FVP
Effective date: Aug 21, 2019
New Assignment: Manager
Branch: Kamarpara Branch

Mr. Md. Ziaul Hoque Khan
Designation: SAVP
Effective date: July 09, 2019
New Assignment: Manager In-Charge
Branch: Fatikchori Branch

Mr. Md. Suhrawardy Hossain
Designation: SAVP
Effective date: July 21, 2019
New Assignment: In-Charge
Branch: SME Service Centre, Shewrapara

Mr. Mohammad Asrafuzzaman Mia
Designation: SAVP
Effective date: July 18, 2019
New Assignment: In-Charge
Branch: SME Service Centre, Shewrapara

Mr. Md. Monzurul Hoque Khan
Designation: SAVP
Effective date: Sep 17, 2019
New Assignment: Manager In-Charge
Branch: Chandaikona Branch

Ms. Ayesha Akter
Designation: AVP
Effective date: Aug 19, 2019
New Assignment: Manager In-Charge
Branch: Joypara Branch

Mr. A. K. M. Badrudduza
Designation: SPO
Effective date: July 14, 2019
New Assignment: Manager
Branch: Chakaria Branch, Cox's Bazar

Mr. Golam Kibria
Designation: SPO
Effective date: Sep 17, 2019
New Assignment: Manager In-Charge
Branch: Mawna Branch

Mr. Md. Abul Bashir
Designation: SPO
Effective date: Sep 19, 2019
New Assignment: In-Charge
Branch: Hatirpul Banking Booth

Mr. Mohammad Zakaria Shahriar
Designation: PO
Effective date: July 18, 2019
New Assignment: In-Charge
Branch: Customer Service Booth, Rupnagar

DBL Corner

Academic Achievement

Mohammad Tofayel Karim Khan
FVP, CRM Division

Academic Achievement: Passed 2nd and Final Part of the Frankfurt Business School-Joint Certification Programme titled "Certified Expert in Risk Management [CERM]".

Newborn

Name: Riza Ameen
Father: Razee-Ul-Ameen
SAVP, Banani Branch, Dhaka Bank Limited
Mother: Mrs. Samia Tahseen
Executive Officer, United Commercial Bank Limited
Date of Birth: August 04, 2019

Wedding

Groom: Engr. Zakaria Rabbi Toha
PO, IT Division
Bride: Fatheha Jannath Mohona
Date: May 02, 2019

*This item was inadvertently missed in last issue.

A Poet Colleague

Name: Suman Banik
FVP & Manager
Uposhahar Branch, Sylhet

ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

মোঃ দেলোয়ার হোসেন তালুকদার
প্রিন্সিপাল অফিসার
ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিভিশন

ঢাকা শহরে নিজের একটি আবাস আমাদের অনেকেরই কাম্য। কিন্তু ফ্ল্যাট কেনার সময় জরুরি বিষয়গুলো জানা না থাকায় ফ্ল্যাট কিনতে গিয়ে বরং প্রতারিত হওয়ারই সম্ভাবনা থাকে। আবার বুঝে-শুনে ফ্ল্যাট কিনতে পারলে, নিজের এবং ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য একটি স্থায়ী আবাসের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

প্রথমে দু'টি বিষয় আলাদাভাবে বলে নিতে চাই। এগুলো সবক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবুও দরকারমতো বিষয় দু'টি মনে রাখলে, এবং সেগুলো মেনে কাজ করলে অস্বস্তি, বা বিপদে পড়তে হবেনা। প্রথমত, ফ্ল্যাট কেনার সময় দেখে নেবেন, যে স্থানে ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে, সেখানকার জমির আয়তন একটু বেশি কীনা; এবং ফ্ল্যাটটির উচ্চতা কতো হবে। জমির আয়তন ১০ শতাংশ বা এর চেয়ে বেশি এবং ফ্ল্যাটের উচ্চতা ১০ তলা পর্যন্ত বা এর চেয়ে কম হলে, এ থেকে অনেক সুফল পাবেন। যেমন: যদি ৫০ বছর পরে ভবনটি নতুন করে তৈরি করার প্রয়োজন হয় এবং তখন সরকার ভবন নির্মানে উচ্চতা বাড়ানোর অনুমতি প্রদান করে, তবে উচ্চতা বাড়ানোর ফলে একটি ফ্ল্যাটের মালিকের একাধিক টি ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। ফ্ল্যাট কেনার করার সময় এগুলো ভেবে রাখলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এভাবে উপকৃত হতে পারেন। তবে জমির পরিমাণ অল্প হলে ভবিষ্যৎ পুণ:নির্মানে এমন সুফল না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোনো কারণে লিফট বন্ধ থাকলে অনেক ওপরে ওঠানামা বেশ কষ্টসাধ্য।

দ্বিতীয়ত, ঢাকা শহরে বেশির ভাগ ফ্ল্যাটই তৈরি করেন ডেভেলপাররা। লোভনীয় বিজ্ঞাপনের ফাঁদে ফেলে কোনোমতে একটা ফ্ল্যাট বিক্রি করে ফেলতে পারলেই কোনোকোনো অসাধু ডেভেলপার ক্রেতাকে তাঁদের কাছে জিম্মি করে ফেলেন। তাই এক্ষেত্রে প্রায় রেডি ফ্ল্যাট কিনতে পারলেই বেশ ভালো। প্রায় রেডি বলতে বোঝাচ্ছি, পুরো কাঠামো দাঁড় করানো -- অর্থাৎ অন্তত সবগুলো ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করা হয়ে গেছে, এমন ভবন। তাছাড়া অনেক সময় ডেভেলপারের তৈরি ভবনের যে জমি, তার মালিকের অংশের ফ্ল্যাট সাধারণ ক্রেতাদের কাছে জমির মালিক স্ব-উদ্যোগে বিক্রয় করে থাকেন। এ ধরণের ফ্ল্যাট কেনার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, ক্রেতা প্যাকেজ-মূল্যে ফ্ল্যাটটি কিনতে পারেন -- এবং ইউটিলিটি, কমন স্পেস, কার পার্কিং ইত্যাদির জন্য তখন আর তাঁকে আলাদা করে কোনো টাকা দিতে হয়না। সাধারণত জমির মালিকের ফ্ল্যাটের মূল্য ডেভেলপারের ফ্ল্যাটের মূল্যের চাইতে কম হয়ে থাকে। জমির মালিকের অংশের ফ্ল্যাট কেনার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, ডেভেলপার কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে গেলেও ফ্ল্যাটের মালিকানা দলিল করতে কোনো ঝামেলা হয়না।

ফ্ল্যাট কেনার জন্য প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেবার পর, কিছু ব্যাপার বেশ ধৈর্যের সাথে, সুস্থিরভাবে বিবেচনা করতে হবে। যেমন:

১. ফ্ল্যাটের অবস্থান থেকে মেইন রোডের দূরত্ব
২. ফ্ল্যাটের সামনের রোডে গাড়ি অনায়াসে প্রবেশ করতে পারার সুবিধা
৩. মসজিদ বা উপাসনালয়ের দূরত্ব
৪. শপিং মল ও কাঁচা বাজারের দূরত্ব
৫. হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি ও অফিসের দূরত্ব
৬. এলাকার পরিবেশ, আশপাশে খেলার মাঠের ব্যবস্থা
৭. যেখানে ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে, সেখানকার অতীত অবস্থা [অর্থাৎ ডোবা-নালা বা ময়লার ভাগাড় ছিলো কীনা]
৮. ফ্ল্যাটের সুয়ারেজ ব্যবস্থা এবং রিজার্ভ ট্যাংকের আকার [কতো দিনের পানি সংরক্ষণ করা যায়]
৯. ফ্ল্যাটের পাইলিং-এর ধরণ [ভালো মানের রড, পাথর, সিমেন্ট, ইট, বালি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে কীনা]
১০. রাজউকের বিল্ডিং কোড অনুসরণ [কোড মেনে ভবন তৈরি হচ্ছে কীনা]
১১. প্রতিটা ফ্লোরের ছাদ ঢালাইয়ের পুরুত্বের সঠিকতা
১২. ভবনের ছাদ বা অন্য উপযুক্ত স্থানে কমিউনিটি হলের ব্যবস্থা
১৩. ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা
১৪. ভবনের নিজস্ব ৩-ফেজ সাব-স্টেশন লাইন
১৫. পাশের ভবনের দূরত্ব; খোলা জায়গা ও পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা, ইত্যাদি।

যাচাইয়ের জন্য ফ্ল্যাটের জমি এবং মালিকানা-সংক্রান্ত দলিল এবং খতিয়ানসহ যে সব রেকর্ড নিতে হবে:

১. জমির মূল দলিলের কপি, অবিকল নকল বা সার্টিফাইড দলিলের ক্ষেত্রে এসআরও টোকেন [SRO Token] এর কপি
২. মিউটেশন বা নামজারির কপি, সাথে ডিসিআর [DCR]
৩. সর্বশেষ খাজনা বা রেন্ট রিসিট [Rent Receipt] এর কপি
৪. সকল বায়া দলিলের কপি
৫. বিভিন্ন খতিয়ান বা পর্চা যেমন- CS, SA, RS & BS [সিটি জরিপ বা মহানগর জরিপ]
৬. বায়া দলিলের মিউটেশন বা নামজারির কপি
৭. ডেভেলপারের সাথে জমির মালিকের আমমোক্তারনামা দলিলের কপি
৮. ডেভেলপারের সাথে জমির মালিকের সমঝোতার চুক্তিপত্রের কপি
৯. রাজউকের অনুমোদনসহ ফ্ল্যাটের মূল নকশার সম্পূর্ণ কপি
১০. মৌজা ম্যাপের কপি, ইত্যাদি।

চাহিদামাফিক সব ডকুমেন্টের কপি পাওয়ার পর, মূল দলিল [ফটোকপি] এবং আমমোক্তারনামা [Power of Attorney] দলিল ভালো মতো পড়লে তাতে জমির বিভিন্ন বিবরণ দেখতে পাওয়া যাবে। আমমোক্তারনামা দলিল ও সমঝোতার চুক্তিপত্রে ডেভেলপারের সাথে জমির মালিকের চুক্তির সব বিষয় লেখা থাকে । যেমন: বিল্ডিং কতোতলা বিশিষ্ট হবে, কে কতোটি এবং কোনকোন ফ্ল্যাট ভাগে পাবেন, কোন সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা হবে, কতোগুলো গ্যারেজ তৈরি করা হবে, রড, সিমেন্ট, ইট, পাথর, বালু, টাইলস, বাথরুম ফিটিংস ইত্যাদির নাম ও মানসহ নানা আইটেম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে। মূল দলিলে গ্রহীতা হিসেবে জমির বর্তমান মালিকের নামসহ পূর্ণ বিবরণ, যাঁর কাছ থেকে তিনি জমিটি কিনেছিলেন [দলিল দাতা] তাঁরও পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। এভাবে দলিল দাতাদের নামের তালিকা, দলিল নম্বর, নামজারি বা মিউটেশন নম্বর ও খতিয়ান নম্বর ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে পাওয়া যাবে। এবার মূল দলিলে উল্লিখিত বায়া দলিলের নম্বরের সাথেও অরিজিনাল বায়া দলিলটি/গুলো; এবং দলিলে লেখা মিউটেশন নম্বরের সাথে মিউটেশন বা খতিয়ান নম্বর মিলিয়ে দেখতে হবে।

বলে রাখা ভালো, বিভিন্ন খতিয়ান বা পর্চা মেলাতে হবে সিএস [CS] থেকে। অর্থাৎ সিএস খতিয়ানে উল্লিখিত জমির পরিমাণ ও বিবরণের সাথে ঐ সময়ের দলিলের বিবরণে মিল থাকবে। এভাবে এসএ [SA] খতিয়ানে জমির পরিমাণের সাথে ঐ সময়ের দলিলের বিবরণ এবং একইভাবে আরএস [RS] ও বিএস [BS] বা সিটি জরিপ খতিয়ান, দলিলের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। প্রতিটি দলিলে খতিয়ান নম্বর ও জমির পরিমাণের বিবরণ দেয়া থাকে। মূল দলিলের সাথে বায়া দলিলে উল্লিখিত জমির বিবরণের মিল খুঁজে পাওয়া গেলে এবং প্রতিটি খতিয়ান নম্বর [সিএস, এসএ, আরএস এবং বিএস] রেকর্ডে জমির মালিকানার সঠিকতা দেখতে পাওয়া গেলে প্রাথমিক ভাবে জমির সব কাগজপত্র ঠিক আছে বলে ধরে নেয়া যায়। তবুও এই ডকুমেন্টগুলো অরিজিনাল কীনা, তা সরেজমিনে পরীক্ষা করতে হবে।

এজন্য প্রথমে মৌজা অনুযায়ী ভূমি অফিসে যেতে হবে এবং ওখানকার কর্মকর্তার মাধ্যমে মিউটেশন বা নামজারি, ভলিউম বইতে জমির পরিমাণ, তার আগের মালিকদের রেকর্ড অর্থাৎ খতিয়ান বইতে তাঁদের জমির পরিমাণ ও যাঁদের কাছে বিক্রয় করেছেন তার বিবরণ, খাজনা পরিশোধিত কীনা, [সর্বশেষ মালিকের নামে], এবং সরকারের ভিপি [Vested Property] হতে অবমুক্ত কিনা, এগুলো যাচাই করে দেখতে হবে। এর সব কিছু সঠিক হিসেবে দেখতে পেলে তাঁর পরই কেবল সাব-রেজিস্ট্রির অফিসে যেতে হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে জানতে হবে, যে মূল দলিলে পরবর্তীতে কোনো কার্যাবলী [ডেভেলপার এর সাথে আমমোক্তারনামা দলিল ব্যতীত] সম্পন্ন হয়েছে কীনা যেমনঃ অন্য কারো সাথে ইতিমধ্যে সাফ-কবালা বিক্রয় দলিল হয়ে গেছে কিনা, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অন্য কারো সঙ্গে রেজিস্টার্ড বায়না হয়েছে কীনা, জমির মালিকানা-সংক্রান্ত কোনো মামলা চলমান কীনা, ইত্যাদি। এতে কোনোরকম আপত্তিজনক বিষয় বা ঘটনা দেখতে পাওয়া না গেলে তবেই ফ্ল্যাটটি ক্রয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

এরপর ফ্ল্যাটের রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নিতে চাইলে, ফ্ল্যাটের ক্রেতা একজন দলিল লেখককে একটি সাফ-কবালা দলিল তৈরি করতে বলবেন। এই দলিল রেজিস্ট্রির করতে প্রথমে তিনশত টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ওপর ক্রেতা এবং বিক্রেতার বিস্তারিত বিবরণ ও ভূমির আনুপাতিক পরিমাণসহ ফ্ল্যাটের পূর্ণ বিবরণ লিখতে হবে। ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কে সাব-রেজিস্ট্রির অফিসে সাব-রেজিস্ট্রারের এজলাসে উপস্থিত হতে হবে। সাব-রেজিস্ট্রার ন্যাশনাল আইডি কার্ড, অরিজিনাল মিউটেশন, ট্যাক্স আইডি এবং উপস্থিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মতিতে সন্তুষ্ট হলে সাফ-কবালা দলিলে স্বাক্ষর করবেন। তখন মুহুরি দলিলে বিভিন্ন পাতায় বিক্রেতার স্বাক্ষর নেবেন এবং দলিলের প্রথম পাতার পেছনে স্বাক্ষর এবং টিপসই নেবেন। আর একটা টিপসই নেবেন মুহুরির রেজিস্ট্রির বইতে, আর ক্রেতাকে দেবেন একটি এসআরও টোকেন [SRO Token]। ক্রেতা চাইলে দুই বা তিন দিন পর উক্ত সাফ-কবালা দলিলের অবিকল নকল বা সার্টিফাইড দলিল সাব-রেজিস্ট্রির অফিস থেকে তুলে নিতে পারেন। এই দলিল রেজিস্ট্রির হওয়ার পর, বিক্রেতা চাইলেও এই ফ্ল্যাট আর অন্য কারো কাছে বিক্রয় করতে পারবেন না। আর যদি করেনও, তবে পরের দলিলটি আদালতে কখনোই গ্রহণযোগ্য হবেনা। সাফ-কবালা দলিল রেজিস্ট্রির হলেও সর্বশেষ খতিয়ান [বিএস] বা সিটি জরিপে নিজের নামে রেকর্ড করাতে হবে। বিএস রেকর্ড বা সিটি জরিপে নিজের নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য সাফ-কবালা দলিলের কপি এবং এসআরও টোকেনের কপিসহ ভূমি অফিসে "নামজারির প্রস্তাবপত্র" পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ফিসহ [বর্তমানে ১,১৭৫ টাকা] দলিলের কপি ও আইডি কার্ডের কপি জমা দিতে হবে। এক থেকে দেড় মাস পরে মিউটেশন শেষ হলে সর্বশেষ রেকর্ডে [বিএস খতিয়ান] বা সিটি জরিপে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করার কাজ শেষ হয়। কেবল তখনই চূড়ান্তভাবে সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী জমির আনুপাতিক আয়তনসহ ফ্ল্যাটের মালিকানা লাভ করা যায়। এর ভিত্তিতেই ক্রেতা পরবর্তীতে নিজের নামে সরকারি কোষাগারে আনুপাতিক জমির খাজনা দিতে পারবেন।

Events

Dhaka Bank Observes National Mourning Day

In observance of the National Mourning Day, Dhaka Bank held a Doa Mahfil at its Corporate Head Office at Kakrail, Dhaka. It was attended by Officials and Staff. Participants prayed for eternal peace of soul of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman; and for prosperity of the country.

Dhaka Bank Celebrates 24th Anniversary

Dhaka Bank Limited [DBL] observed its 24 years of successful journey through a series of activities. As a part of the Celebration, Milad & Doa Mahfil was arranged at its Corporate Office along with all the Branches of the Bank. The Bank handed over Cheques of Tk 24.00 lac to PFDA-Vocational Training Center Trust and Tk 12.00 lac to SEID to meet its Corporate Social Responsibility [CSR]. It formally launched 'Blood Bank Management Software and Supporting Website'; and donated Tk 10.00 lac to Sandhani for developing this Website. The Bank also handed over Cheques of Tk 7.00 lac towards Bangladesh Basketball Federation as Sponsorship amount for an International Tournament in Dhaka. Ms. Sajida Rahman Danny, Founder Chairman of the Training Center, Mr. A.K. Sarker, Secretary General, Bangladesh Basketball Federation along with other Dignitaries were also present.

Among others, Former Chairman Mr. A.T.M. Hayatuzzaman Khan, Directors Messrs Altaf Hossain Sarker, Mohammed Hanif, Md. Amirullah, Abdullah Al Ahsan, Mirza Yasser Abbas, Independent Director Messrs Md. Muzibur Rahman, A. S. Salahuddin Ahmed, Former Directors Mr. Khandaker Mohammad Shahjahan, Mrs. Rakhi Das Gupta and Managing Director & CEO Mr. Syed Mahbubur Rahman were also present. Additional Managing Director Mr. Emranul Huq and Deputy Managing Directors Messrs Md. Shakir Amin Chowdhury, A K M Shahnawaj and Officials & Employees of all levels were also present.

DMD IB DBL joins Executive Seminar of Habib American Bank in New York

Mr. Mohammad Abu Jafar, DMD [International Business] DBL attended an Executive Seminar recently in New York on invitation from HAB Bank. Participants were high level Bankers from 10 countries.

It covered contemporary topics as Current Global Economic scenarios, changes in the US Banking environment, Regulatory Landscape under USA PATRIOT Act, Due Diligence Processes in Correspondent Banking, Anti-Money Laundering, OFAC and the like.

Joining it also helped develop relations for Correspondent Banking need.

Dhaka Bank Celebrates 100 crore Deposit Mobilization through Tuition Fees Payment Solution

Dhaka Bank Limited has recently celebrated a milestone of Tk 100 crore Deposit Mobilization through newly introduced Tuition Fees Payment Solution. Currently, the Bank receives Tuition Fees of IUBAT, Presidency University, UIU, BRACU, AIUB and Sir John Wilson School. Retail Business Division is providing the Service.

Agreement with Energypac Power Generation Limited

Dhaka Bank has signed an Agreement with Energypac Power Generation Limited for providing Payroll Banking Services to its Employees. The Bank has fairly a wide range of Retail Banking Products and variety of Cards along with Preferential Pricing for its Payroll Banking Clients; for instance, Special Salary Accounts, Credit-debit & Prepaid Cards, Retail Loans, and Investment Opportunities such as FD, Deposit Pension Schemes [DPS], Double Deposit Scheme etc. The Bank is also equipped with a cutting-edge Mobile App, titled Dhaka Bank Go, which is integrated with bKash and Internet Banking Solution for facilitating the Client's everyday Banking.

The Agreement were signed by AMD, DBL and Engr. Nurul Aktar, Director, Energypac Group on behalf of the respective Organizations. MD & CEO, DBL and Engr. Nurul Aktar, Director, Energypac Group exchanged the Documents at the Signing Ceremony. Mr. Md. Shakir Amin Chowdhury, DMD [Operations], DBL, Mr. A K M Shahnawaj, DMD [Risk Management], DBL, Manager, Mohakhali Branch, DBL and Mr. Humayun Rashid, MD, Energypac Group, Engr. Rezwanul Kabir, Director, Energypac Group, Mr. Aminur Rahman Khan, CFO, Energypac Power Generation Limited along with other high Officials of both the Organizations were present at the Signing Ceremony.

Contactless Mastercard Titanium Credit Card Launched

DBL announced a Partnership with Mastercard to launch their Mastercard Titanium Contactless Credit Card in Bangladesh. With this launch, the Bank along with Mastercard has embarked on the journey of bringing the latest Technology of Card-based Payments in the country.

MD & CEO, DBL, Mr. Syed Mohammad Kamal, Country Manager, Bangladesh, Mastercard were present at the Launch. Besides, AMD, DBL, Mr. Shafquat Hossain, SEVP & Head, Retail Business Division, DBL along with other Senior Executives of both the Organizations were present at the event.

The Contactless EMV-enabled Mastercard Titanium Credit Card will ensure more a secure way to transfer and store Credit Card information of the users; and to ease the day-to-day Transactions by allowing them to simply tap the Card in front of a Card-reader or POS Terminal to complete the Transaction, thereby eliminating the need for swiping or inserting the Card into the Terminal.

DBL and Mastercard will also bring luxury and convenience for the Cardholders by offering a range of benefits and discounts through Mastercard's wide Network of over 3,000 Partner Outlets in the country and also globally. In addition to Promotional Offers like BOGO [Buy-1-Get-1] at top Hotels in the country and International Lounge access offer through LoungeKey; and many.

Agreement Signing with bKash

DBL has signed an Agreement for providing Automated Payment Services to bKash Limited AMD, DBL and Mr. Moinuddin Mohammed Rahgir, Chief Financial Officer, bKash Limited signed the Agreement while MD & CEO, DBL and Mr. Kamal Quadir, CEO, bKash Limited exchanged the Agreement on behalf of their respective Organizations. DMD [Operations]; Mr. A M M Moyen Uddin, SEVP and Head, Information Technology Division; Mr. Mustafa Husain, EVP & Manager, Mohakhali Branch, DBL; Mr. Adnan Mehdi, Head of Treasury, bKash Limited & other Officials were also present at the Signing Ceremony. Under the Agreement, bKash will avail Automated Payment Solution via Dhaka Bank's Online Payment Portal C Solution.

Hatirpool Banking Booth, Eskaton Branch, Dhaka Opened

DBL has formally inaugurated Hatirpool Banking Booth at Hatirpool, Dhaka. MD & CEO, DBL, formally inaugurated it. DMD [Operations], DBL, Mr. Saimur Pervez, Executive Vice President & Manager, Eskaton Branch and a good number of distinguished Guests along with high Officials of the Bank were present in the Opening Ceremony.

Dhaka Bank Partners with Infobip

Dhaka Bank has partnered with Infobip, the leading International Communications Company which offers a full-stack Communications Platform as a Service, having Offices in more than 60 locations worldwide. Infobip, a Member of GSM Association and prestigious Trade Groups like Mobile Ecosystem Forum, Mobile Marketing Association and Mobey Forum, creates seamless mobile interactions between businesses and people.

SEVP & Head, Information Technology Division, DBL and Mr. Rahad Hossain, Country Manager, Infobip signed the exchanged Documents on behalf of the respective Organizations. MD & CEO, DBL, AMD, DBL, SEVP & Head, Retail Business Division, DBL, Dino Ibrahim Ovic, Managing Director [MENA Region], Infobip, Kemal Keco, Regional Manager, Infobip along with other high Officials of both the Organizations were present.

Open Dialogue Session with Women Entrepreneur Association

DBL arranged an Open Dialogue Session on need based financing with Women Entrepreneur Association [WEA]. Mrs. Nilufer Ahmed Karim, President, WEA and DMD [Risk Management], DBL attended the Dialogue. High Officials of both the Organizations were present.

Orientation Programme for 18th Batch MTOs

An Orientation Programme was arranged for Management Trainee Officers [MTO 18th Batch] at Dhaka Bank Training Institute, [DBTI]. MTO Orientation Closing Ceremony was held at Six Seasons Hotel, Dhaka on August 29. Thirty-three fresh Graduates from reputed Universities and Institutes joined the Bank as MTOs. Participants were exposed to different areas of Banking and Economic issues.

The Programme was graced by the presence of Dr. Atiur Rahman, Chairman, Unnayan Shamannay & Former Governor, Bangladesh Bank; and Mr. S.K. Sur Chowdhury, Banking Reforms Advisor & Former Deputy Governor, Bangladesh Bank. Mr. Abdul Hai Sarker, Founder Chairman & Director, Mr. Altaf Hossain Sarker, Director, and Mr. A.T.M. Hayatuzzaman Khan, Sponsor & Former Chairman; MD & CEO, DBL and other Senior Officials of DBL were present in the Orientation.

MoU with DHL

DBL signed an MoU with DHL Worldwide Express [BD] Pvt. Limited for International Air Express Services. MD & CEO, DBL and Mr. Md. Miarul Haque, Country Manager of DHL Worldwide Express [BD] Pvt. Limited signed and exchanged the Memorandum on behalf of their respective Organizations. Under the Agreement, DBL will use DHL Express for international correspondence and communication. DMD [Operations], DBL; Mr. Md. Altamas Nirjhar, VP & Head, General Services Division, DBL and Mr. ASM Shakil, Commercial Director, DHL Worldwide Express [BD] Pvt. Ltd along with other high Officials of both the Organizations were also present.

Agreement with Reliance Finance

An Agreement for providing Online Cash Management Services to Reliance Finance Limited was signed. AMD, DBL and Dr. Md. Jalal Uddin, Managing Director, Reliance Finance Limited signed and exchanged the Agreement. MD & CEO, DBL was also present at the Signing Ceremony. Under the Agreement, DBL will provide Automated Fund Collection and Payment Service to the Client. Mentionable that Dhaka Bank, first time as a Local Bank, has introduced Automated Pull [Collection] from other Banks' Accounts.

School Banking Campaigns at South Point School and College

Mohakhali Branch, DBL recently arranged a School Banking Campaign at the Bananai Campus of South Point School and College. DMD [Operations] inaugurated the Campaign with along with the Founder Principal of the School Ms. Hamida Ali, Manager, Mohakhali Branch, DBL and Principal Mr. Md. Matiur Rahman.

And our Khilgaon Branch arranged a similar School Banking Campaign at South Point School and College at their Malibagh Campus. DMD [Operations] was Chief Guest; while Founder Principal Ms. Hamida Ali and EVP & Mentor of Khilgaon Branch, DBL Mr. Saimur Pervez were Special Guest.

Principal of South Point School, Malibagh Branch and Ms. Luna Jasmin, FVP & Manager, Khilgaon Branch also were present.

হিমালয়ের ওপারের গ্রাম

ইশতিয়াক আহমেদ
প্রিন্সিপল অফিসার, ফরেন এক্সচেঞ্জ শাখা

গ্রামের নাম টুরটুক [Turtuk]। ইন্দো-পাকিস্তান বিতর্কিত সীমান্তরেখা [Line of Control, সংক্ষেপে L.O.C.] থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার ভেতরে, ভারতের অংশে। টুরটুক পর্যটকদের মধ্যে বিখ্যাত বেশ কিছু কারণে। একটা হল এর অনন্য ইতিহাস। ১৯৭১ এ কাশ্মীর ফ্রন্টে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের প্রাক্কালে টুরটুক তৎকালীন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একরাতে গ্রামবাসী ঘুমাতে যায় পাকিস্তানি হিসেবে, পরদিন সকালবেলা তারা নিজেদের আবিষ্কার করে ভারতীয় হিসেবে। এর কারণ হল রাতারাতি ভারতীয় সেনাবাহিনী দখল করে নেয় সীমান্তবর্তী কৌশলগত দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই টুরটুক গ্রাম। সেই টুরটুক দেখতে যাবো বলেই কয়েকদিন ধরে পড়ে আছি লেহ [Leh] শহরে। লেহ শহরটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে এগার হাজার ফিট উচ্চতায় অবস্থিত।

চারদিকে হিমালয়ের লাদাখ রেঞ্জের ছয়হাজারি [৬,০০০ মিটার] পর্বতমালা দিয়ে ঘিরে থাকা ছবির মত সুন্দর লেহ ভারতের জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত লাদাখের প্রধান শহর।

লাদাখ ভ্রমণ তাড়াহুড়ো করে সেরে ফেলা সম্ভব নয়, হাতে যথেষ্ট [কমপক্ষে ৬/৭ দিন] সময় থাকলে তবেই লাদাখে আসা উচিত। এর সবচেয়ে বড় কারণ অবশ্যই উচ্চতা। উচ্চতা যতই বাড়তে থাকে ততই বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে। সমতলের ফুসফুস অতি-উচ্চতার তুলনামূলক কম অক্সিজেনের সাথে খাপ খাওয়াতে সময় নেয়, তাই সবাই পরামর্শ দেন কমপক্ষে ২৪-৪৮ ঘণ্টা লেহ শহরে কাটাতে। খাপ খাওয়ানোর এই পদ্ধতির পোশাকি নাম হল অ্যাক্লাইমেটাইজেশান [Acclimatization]। হাতে খুব যে সময় ছিল তা নয়। স্ত্রীসহ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশের দিল্লী ও আগ্রা, গোয়া, কাশ্মীর প্রায় ১৫ দিন ধরে ঘুরে লেহ এসে পৌঁছাই কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে প্রায় ১৬ ঘণ্টার টানা জার্নি শেষে। একদিনে উচ্চতালাভ ঘটে প্রায় ৬০০০ ফিটঃ শ্রীনগর [৫,৫০০ ফিট] থেকে লেহ [১১,৫০০ ফিট]। ধকল সামলাবার সময় পাই ২৪ ঘণ্টারও কম। এর মধ্যেই বেরিয়ে পড়ি টুরটুক যাওয়ার জন্য। তবে কিনা এই গন্তব্যে পৌঁছানো চাট্টিখানি কথা নয়।

লেহ থেকে সীমান্তবর্তী টুরটুক যাত্রাপথে আক্ষরিক অর্থেই পাড়ি দিতে হয় দুর্গম গিরি আর কান্তার মরু। দুর্গম গিরি হিসেবে রয়েছে প্রায় ১৮,৩৮০ ফিট উঁচু বিশ্বের সর্বোচ্চ মোটোরেবল রোড [যাত্রিবাহী যান চলাচল উপযুক্ত] খারদুং লা [Khardung La] [তিব্বতি ভাষায় লা বা La শব্দের অর্থ গিরিপথ]। এই দুর্গম গিরি পেরোনোর পর কান্তার মরু হিসেবে রয়েছে নুব্রা উপত্যকা [Nubra Valley]। কারাকোরাম আর হিমালয়ের সন্ধিস্থলে মাইলের পর মাইল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই বিস্তীর্ণ ধূসর-সাদা উপত্যকার আরেক নাম Frozen Desert। এতসব পার করে আরও কিছুদূর যাওয়ার পর পৌঁছানো যাবে সেই টুরটুক গ্রামে। যেই গ্রাম কিনা ভারতবর্ষের চাইতে মধ্য এশিয়ার বেশি কাছের – ভৌগলিক আর সাংস্কৃতিক – দু'দিক দিয়েই। লেহ-তে ২৪ ঘণ্টারও কম সময় থেকে রওনা হয়ে গেলাম খারদুং লা পাড়ি দেবার জন্য, সাঁঝবেলায় নুব্রা ভ্যালীর হুন্ডার [Hunder] জনবসতিতে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টি আর ল্যান্ডস্লাইডে খারদুং লা বন্ধ থাকায় নুব্রার রাস্তায় বেশ কিছুদূর গিয়েও লেহ-এর ফিরতি পথ ধরতে হয়, খামোকা চার-চারটা ঘণ্টা নষ্ট হবার পর। দিনটা পণ্ড হতে না দিয়ে সেদিনই আবার যাত্রা শুরু করি সো মোরিরি [Tso Moriri] লেকের পথে – লাদাখের দুইটা বিখ্যাত লেকের অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত
আর কম পর্যটকবহুল [পাঠক হয়তো জানেন আরেকটা লেকের নাম বলিউডি 3 Idiots ম্যুভিখ্যাত প্যাংগং লেক বা Pangong Tso]। সো মোরিরি ভারতের সবচাইতে বেশি উচ্চতার লেকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়, একেবারে তিব্বত-সীমান্ত লাগোয়া চ্যাংথাং [Changthang] মালভূমিতে। কিন্তু সো মোরিরির গল্প পরে কখনো হবে।

সো মোরিরি ঘুরে আসার কারণে ইতোমধ্যেই দুইদিন পিছিয়ে ছিলাম। তৃতীয় দিন খুব সকালে যখন আবার খারদুং লা-র পথ ধরলাম কিছুদূর গিয়ে আবারও ফেরত আসতে হল। তিব্বতি ধর্মগুরু দালাই লামা গিয়েছিলেন খারদুং লা-র ওপারের Diskit Monastery পরিদর্শনের জন্য। তিনি ফেরত আসছেন, তাই যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। মনে মনে হাসলাম ভেবে, ভিআইপি সবখানেই আছেন, আর সংশ্লিষ্ট ভোগান্তিটাও তাই সর্বজনীন।

যাই হোক আরো ৫ ঘণ্টা পরে, তিনবারের চেষ্টায় পারলাম খারদুং লা পাড়ি দিতে। খারদুং লা-র ওপরটা বেশ জনাকীর্ণ। নানান দেশের লোকে ভরপুর। চারপাশটা সাদা বরফে ছেয়ে আছে, মাঝখানের রাস্তা মাটির, পিচের রাস্তা এখানে চলবে না। বেশ কয়েকটা ফলকে লেখা 'The Highest Motorable Pass in the World'। সবাই তার সামনে গিয়ে নানা ভঙ্গিতে ছবি তুলছে, হালের ক্রেজ সেলফি তো রয়েছেই। আমরাও তুললাম, বলা বাহুল্য, দু'টোই। যাই হোক, নুব্রা পাড়ি দিয়ে শেষবেলায় যখন হুন্ডারে পৌঁছালাম, ঘড়িতে তখন সন্ধে ছ'টা। পথে অনেকগুলো আর্মি চেকপোস্টে আমাদের পাসপোর্ট আর পারমিট দেখাতে হল। লাদাখ ভ্রমণ বাংলাদেশীদের জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত নয়। দর্শনীয় হাতেগোনা কিছু জায়গা দেখার জন্য লেহ শহর থেকে আলাদা Protected Area Permit [PAP] ম্যানেজ করতে হয়। যাই হোক, অবশেষে মেলা ঝক্কি-ঝামেলা পেরিয়ে হুন্ডারে। কাল এখান থেকেই ৮০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে যাবো টুরটুক গ্রাম।

হিমালয়ের ওপারের গিলগিট-বালতিস্তান সবসময়ই অনেক আকর্ষণ করতো। কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী দিয়ে ঘেরা গিলগিট-বালতিস্তান আর পার্শ্ববর্তী নুব্রা উপত্যকা একসময় ভারতবর্ষের সাথে চীন, পারস্য এমনকী সুদূর রোমের বাণিজ্যের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতো -- যেটা কিনা আদ্যিকালে Silk Road হিসেবে পরিচিত ছিলো। আর এই সিল্ক রোডের গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট ছিলো এই টুরটুক গ্রাম। আগের সেই সিল্ক রোড

আজ আর নেই, আন্তর্জাতিক সীমানার গ্যাঁড়াকলে পড়ে এখন বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু কারাকোরামের কোলে থাকা এই গ্রামের আজও রয়েছে সামরিক গুরুত্ব। কারণ কৌশলগত অবস্থানে থাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনী আশপাশের কয়েকশো' মাইল সীমান্তবর্তী এলাকার ওপর এখান থেকে নজরদারি করতে পারে সহজেই।

পয়েন্ট ছিলো এই টুরটুক গ্রাম। আগের সেই সিল্ক রোড আজ আর নেই, আন্তর্জাতিক সীমানার গ্যাঁড়াকলে পড়ে এখন বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু কারাকোরামের কোলে থাকা এই গ্রামের আজও রয়েছে সামরিক গুরুত্ব। কারণ কৌশলগত অবস্থানে থাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনী আশপাশের কয়েকশো' মাইল সীমান্তবর্তী এলাকার ওপর এখান থেকে নজরদারি করতে পারে সহজেই।

আড়াই ঘণ্টা জার্নির পর পৌঁছালাম সেই বহুল প্রতীক্ষিত হিমালয়ের ওপারের গ্রাম টুরটুক-এ। পুরো যাত্রাপথই ছিল অনন্য সুন্দর। চারপাশের গাঢ় বাদামী পর্বতশ্রেণী আর হিমালয় নয়, বরং মধ্য এশিয়ার কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত। অদ্ভুত এক শিহরণ জাগলো মনে, হিমালয় পাড়ি দিয়ে ফেললাম! পথে দেখা মিললো শ্যোক [Shyok] নদীর অববাহিকার অপরূপ রূপ। দেখতে দেখতেই পৌঁছে গেলাম টুরটুক গ্রামে।

টুরটুক বিখ্যাত তার অসাধারণ প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্রের কারণে -- এতদিনের শোনা কথার চাক্ষুস প্রমাণ মিললো। চারদিকে কারাকোরামের বাদামী পাহাড়, ক্ষেতের পর ক্ষেত কাঁচা হলুদ আর পাকা বার্লি, অগুণতি অ্যাপ্রিকট ফলের গাছ চোখে ঘোর লাগায়। প্রকৃতির চেয়েও সরল-সুন্দর এখানকার মানুষ -- চওড়া চোয়াল, বাদামী চুল, রঙিন চোখের মণি আর গালের গোলাপী আভা। এই এতটুকুন গ্রাম হয়েও টুরটুক যেন তার মধ্যে ধারণ করেছে সমগ্র মধ্য এশিয়ার ব্যাপকতা।

অনেকটা খাড়াই বেয়ে উঠে ছোট একটা মঠের সামনের প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে চোখে পড়ছে পুরো টুরটুক গ্রামের ল্যান্ডস্কেপ। দূরে সাপের মত রূপালী শ্যোক নদী, আর তারও দূরে, দৃষ্টি অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করলে বাদামী-কালো পর্বতশ্রেণীর মাঝে চোখে পড়ে K2, দুনিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বত। খালি চোখে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আগেই, আজ এই মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে দাঁড়িয়ে টুরটুক গ্রামের অনন্যসুন্দর প্যানোরামা আর খালিচোখে K2 পর্বত দেখে মনে হল লাদাখ ভ্রমণ সার্থক!

ঋণকাহিনী

-**মোঃ শাহ্‌নূর আলম সিদ্দিকী**, এসএভিপি, এসএএমডি, হেড অফিস
-**সালাহউদ্ দীন আহমেদ**, এসভিপি অ্যান্ড হেড, আরঅ্যান্ডডিইউ, হেড অফিস

সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি করছি আকর্ষণ,
চেয়ে নিচ্ছি মূল্যবান সময় কিছুক্ষণ।
ঋণ সংক্রান্ত কিছু কথা করব নিবেদন,
দয়া করে শুনবেন সবাই দিয়ে নিজ মন।
ঋণের কার্যক্রমের সাথে আছেন জ্ঞানী-গুনী,
খারাপ ঋণের ভয়ে ভীত, তবু কেন শুনি?

দেবার আগে ভাল করে বুঝে-শুনে দেব,
দরকারি সব কাগজপত্র যাচাই করে নেব।
দেবার পরও ব্যাংকের থাকবে শক্ত অবস্থান,
ভুলুণ্ঠিত হবে নাকো ব্যাংকারের সম্মান।
জমির যত কাগজপত্র দেখব যত্ন করে,
শুধুই ভরসা করবনা তো আইনজীবীর ওপরে।

দরকারি চার্জ ডকুমেন্ট সব নেব যত্ন করে,
কাজটি ছেড়ে দেব না ভাই কাঁচা কারো 'পরে।
নিজের টাকা ধার দিতে যে শত চিন্তা করি,
ব্যাংকের বেলায় তেমনি যেন একই রাস্তা ধরি।
জনগণের আমানতের ব্যাংকার রক্ষাকারী,
সেই দায়িত্ব যেন ঠিকঠাক পালন করতে পারি।

বিতরণের পরে নয়কো বসে থাকা আর,
সজাগ থাকব, খবর নেব তাঁদের ব্যবসার।
ভালোভাবে মনিটরিং, সুপারভিশন করি,
খারাপ হবার আগেই সেটার লাগাম টেনে ধরি।
কুঋণ হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে যত,
প্রভিশনে রাখতে হবে অর্থ হিসাব মত।

লভ্যাংশেরই একটা অংশ থাকে প্রভিশন,
সেটা আবার শেয়ার মালিকদের চিন্তার কারণ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের যা নিয়ম, এই ব্যাংক মেনে চলে,
ঢাকা ব্যাংক যে ভাল ব্যাংক, তা সকলেই বলে।
কুঋণ আদায় করা ভীষণ কষ্টসাধ্য ভাই,
খারাপ লোকের পিছে পিছে নিত্য চলা চাই।

কত কথা, শত ব্যথা সহ্য করতে হয়,
ব্যাংকার, তাই বলে কি রক্ত মাংসের মানুষ নয়?
ঋণ আদায়ে জমি যখন করি অকশন,
স্টে-অর্ডারটা নিয়ে এলে খারাপ হয় না মন?
টাকা পেতে আদালতে মামলা হয় যখন,
দীর্ঘপথে হাঁটা শুরু হয়ে যায় তখন।

তখনও তো থাকবে চালু আদায়ের সেই গতি
ঋণ আদায়ে, আলোচনায়, থাকবেনা বিরতি।
ঋণ খেলাপী কোর্টে করেন নানান বাহানা
ব্যাংকারের যা মনোকষ্ট, কার না তা জানা?
মামলায় টাকা খরচেরও সীমা বাঁধা আছে,
ঋণখেলাপী কিন্তু টাকা ঢালেন এর ওর কাছে।
আইনের আবার ফাঁকও আছে, আছে নানান ধারা,
ব্যাংকারের তাই দেখতে দেখতে, জীবনটা হয় সারা।
শ্রেণীকৃত ঋণের আদায় হয় না মনের মত
নানান কথা তাই তো আমরা শুনি অবিরত।
আদায়কারী কর্মকর্তার ভাল কি আর জোটে?
পদোন্নতি আটকে থাকে বিরূপ যত ভোটে।

এরপরেও আমরা কিন্তু হই না ক্লান্ত-শ্রান্ত,
কাজে-কর্মে কোনদিনই দিইনা আমরা ক্ষ্যান্ত।
কুঋণ আদায় করে রাখবো সচল ব্যাংকের নাড়ী,
তবেই বাড়বে সুযোগ, বাড়বে আমাদের স্যালারি।
একটা কথা রাখব মনে, যাব নাকো ভুলে,
পুরো টাকাই আয়ে যাবে রাইট-অফ থেকে তুলে।

ব্যাংকের ভালই সবার ভাল, আমরা জানি ভাই,
ঋণ আদায়ের উর্ধ্বগতি তাইত সবাই চাই।
সবাই মিলে সহায় দিলে কাজটা সহজ হয়,
কারো মনে এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নয়।
আমাদের এই ব্যাংকের বয়স অনেক দিন তো হল,
শক্তপোক্ত টিম না হলে, কাজ কি হবে বল?

সকল স্তরের কর্মীবন্ধুর সহায়তা চাই,
খেলাপীদের নিয়ে কোন শিথিলতা নাই।
সরকারও যে এ ব্যাপারে আছেন কঠোর ভারি,
বাংলাদেশ ব্যাংক করে নানান সার্কুলার যে জারি।
এ বিষয়ে অবহেলা মানবে না কেউ আর,
ব্যাংকের স্বার্থে আজই আসুন, সবাই হই সোচ্চার।

কাজটা করব জেনে-বুঝে, চিন্তা ভাবনা করে,
দুদকও ভাই ভীষণ সজাগ, অন্যায় পেলেই ধরে।
কুঋণের ফলটা যে কী, তা রাখব সবাই জেনে,
ঋণ আদায়ের সকল নিয়ম, চলব যে তাই মেনে।
মালিকপক্ষ, কর্তৃপক্ষ কর্মীবান্ধব তাই,
ঋণ আদায়ে সকল রকম সহায়তা পাই।

ব্যাংকের মর্যাদা, তাই আমরা করব উন্নত
মন দেব যে নিজের কাজে, সেটাই হবে ব্রত।

SAVINGS BUILDER

FLAT

8%

INTEREST

YOUR SAVINGS WILL GROW AT
8% INTEREST RATE WITH
DHAKA BANK SAVINGS BUILDER ACCOUNT

ABSOLUTELY

0 Fee

WHY WILL YOU CHOOSE THIS ACCOUNT?

- Get quarterly interest in your account
- Free from all types of regular fees & duty
- You can withdraw once a week and upto 25% of your balance without hampering monthly interest
- Open this account with 10 Lac balance at any Dhaka Bank Branch

*Conditions apply

Savings Builder Account comes with
VISA PLATINUM DEBIT CARD

Download Here

Dhaka Bank Go

For more information: 16474

For ISD or overseas call: +8809678016474

www.dhakabankltd.com

DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING